NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ২২ ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি পাকিস্তানের

নেপালি ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! ওড়িশা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন পড়ুয়ারা ৭

কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১০ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.02.2025, Vol.18, Issue No. 253 8 Pages, Price 3.00

ট্যাংরাকাণ্ডে অনেক প্রশ্নের মাঝে আটকে একাধিক জট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রণয় দে-র দাবি। মঙ্গলবার বেলার দিকেই 'খুন' হয়েছিলেন সুদেষ্ণা দে, রোমি দে এবং প্রিয়ম্বদা দে। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশের একটি সূত্র। অথচ পাশের বাড়ির সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, মঙ্গলবার রাত ১২টা ৫১ মিনিট নাগাদ ট্যাংরার অটল শূর রোডের বাড়ি থেকে কিশোর প্রতীপ দে-কে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দুই ভাই প্রণয় এবং প্রসূন দে। মাঝে ওই সময়ে কী চলেছিল দে বাড়ির অন্দরে? বাড়িতে তিন মহিলার দেহ নিয়েই কি বেলা থেকে রাত পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন বাকি তিন সদস্য? এ সব প্রশ্নের জবাব পেতে প্রণয়ের পরে প্রসূনের বয়ান পেতে চাইছে পুলিশ।

ট্যাংরার মার্ডার মিস্ট্রি এখনও অধরা। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন ট্যাংরার প্রসূন দে ও তাঁর ছেলে। প্রণয়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এনআরএস-এ অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে। কিন্তু প্রণয়ের নাবালক ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই এনআরএসের তরফ থেকে এন্টালি থানাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা অর্থোপেডিকে একটি বেডের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। আর সেই মতো প্রণয় দে-কে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু নাবালক ছেলের জন্য বেডের ব্যবস্থা করতে কোনও আলাদা করে আবেদন আসেনি বলে এনআরএসের তরফে বলা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি প্রণয়ের বয়ান নেওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে যে বয়ান মিলেছে, তা থেকে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ঘুমের ওষুধ মেশানো পায়েস খাওয়ার পরে মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙে দুই ভাইয়ের। তার পরেই খুন করা হয় তিন মহিলা সদস্যকে। এমনটাই বলছে পুলিশের সূত্র। ওই তিন জনের ময়নাতদন্ত হয়েছিল বৃহস্পতিবার বেলায়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ময়নাতদন্তের ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে সুদেষ্ণা, রোমি, প্রিয়ম্বদার। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রণয়ের দাবি মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ, মঙ্গলবার বেলার দিকেই 'খুন' করা হয়েছে ওই তিন জনকে। প্রশ্ন উঠছে, তার পরে কী ঘটেছিল দে বাড়িতে? রাতে বাড়ি থেকে বার হওয়ার আগে কী করেছিলেন দে ভাইরা? তবে কি দেহ নিয়েই বাড়িতে ছিলেন তাঁরা? এই বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আরও নথিপ্রমাণ যাচাই করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। প্রসূন এবং প্রতীপের সঙ্গেও কথা বলতে চাইছেন। তার পরে সেই বয়ানের সঙ্গে প্রণয়ের বয়ান মিলিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ।

বুধবার রাত ৩টের পরে অভিষিক্তার মোড়ে একটি স্তম্ভে ধাক্কা দেয় প্রণয়দের গাড়ি। তার পর থেকে দুই ভাই এবং প্রতীপ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শুক্রবার প্রসূনের একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। প্রণয়ের সঙ্গে পুলিশ কথা বললেও তাঁর সঙ্গে এখনও কথা বলতে পারেনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরে জট অনেকটা কাটতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীদের একাংশ।

শহরে গিলেন ব্যারি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গিলেন ব্যারি সিনড্রোম এবার প্রাণ কাড়ল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক ইসিজি টেকনিশিয়ানের। মৃত যুবকের নাম শেখ খইরুল। ৬ দিন ধরে আরজি করে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। গিলেন ব্যারি সিনড্রোমের জেরে শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানা গিয়েছে, বছর বাইশের শেখ খইরুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতিতে। আরজি করে ইসিজি টেকনিশিয়ান ছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি খইরুলকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। প্রথমে মেল মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে অবস্থার অবনতি হলে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই গতকাল দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই যুবক গিলেন ব্যারি উপসর্গে ভুগছিলেন। তারই ফলস্বরূপ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে খইরুলের মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে মৃতের বউদি আসমা খাতুন জানান, 'আরজি কর থেকে প্যারা মেডিক্যাল পাশ করার পর বিহারের পূর্ণিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করছিলেন। সেখানেই অসুস্থ হন। তারপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আইসিইউয়ে দেওয়া হয়। তারপর আরজি কর হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়।' গিলেন ব্যারি সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু বলে দাবি পরিবারের। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পুনেতে এই রোগে ১০০ জনের বেশি আক্রান্ত হয়েছিলেন। একজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়।

১৯১৬ সালে জর্জ গিলেন ও জিন আলেকজান্ডার ব্যারে নামে দুই চিকিৎসক প্রথম এই রোগ শনাক্ত করেন। তাঁদের নামেই এই রোগের নামকরণ করা হয় 'গিলেন-ব্যারি সিন্ড্রোম'। বাংলাতেও এর আগে এই সিন্ড্রোম দেখা গিয়েছে। তবে এই রোগ সংক্রামক নয়। ফলে, করোনার মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়।

কুম্ভের পথে মৃত আরামবাগের ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভ মেলা যাওয়ার পথে ধানবাদের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ছ'জনের। এই ছয়জনের মধ্যে রয়েছে দুইটি শিশু। মর্মান্তিক ঘটনায় আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের সাতবেড়িয়া গ্রামের সাহা পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে, এই গ্রামের বাসিন্দা স্বরূপ সাহা, তাঁর পরিবার- সহ আত্মীয়দের নিয়ে দুটি গাড়িতে করে কুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। এরপর রাত্রি দেড়টা নাগাদ ধানবাদের রায়গঞ্জের রাস্তার পাশে পার্কিং করা একটি ট্রাকের পিছনে তাদের স্করপিও গাড়িটি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গাড়ির চালকেরও ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

চিনে বাদুড়ের দেহে নতুন করোনা ভাইরাস

বেজিং, ২২ ফেব্রুয়ারি: করোনার সময়কালের সেই কালো দিনের কথা মনে করলেই পুরনো আতঙ্ক ফের একবার চোখেমুখে ভেসে ওঠে সকলেরই। ফের সেই দিন ফিরবে কি না সেকথা এখনই বলা কঠিন। কিন্তু চিনে বাদুড়ের দেহে নতুন করোনা ভাইরাসের সন্ধানে উদ্বেগ বাড়ছে। জানা গিয়েছে, এই নতুন ভাইরাসের নাম এইচকেইউ৫-কভ-২। এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, সম্ভবত এই ভাইরাস মানুষের শরীরকেও সংক্রমিত করার ক্ষমতা রাখে। কেননা এদের সেল-সারফেস প্রোটিনের গঠন অবিকল সার্স-কোভ-২-এর মতোই!

'সেল' নামের এক বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। 'ব্যাট উওম্যান' নামে পরিচিত ভাইরোলজিস্ট শি ঝেংলির নেতৃত্বে এক গবেষক দল ওই গবেষণা চালিয়েছে। আর তারপরই গুয়ানঝাউয়ের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে নয়া করোনা ভাইরাস।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেই সম্ভাবনা প্রবল। কেননা পুরো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে এর গঠনের আশ্চর্য মিল রয়েছে। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সারা পৃথিবীতে অসংখ্য করোনা ভাইরাস রয়েছে। যাদের মধ্যে সামান্যই মানুষকে সংক্রমিত করার ক্ষমতা রাখে।

২০১৯ সালের শেষ দিকে চিন থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মারণ করোনা ভাইরাস। যার কবলে পড়ে গোটা বিশ্বে ৭০ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অতিমারির সেই ভয়ংকর দিন যেন আর না ফেরে সেটাই গোটা বিশ্বের প্রার্থনা। এই পরিস্থিতিতে ভয় বাড়াচ্ছে এই নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস।

চিনের বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, সার্স-কোভ-২-এর মতো এই ভাইরাস দ্রুত মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে না। এবং মানবশরীরে প্রবেশ করলেও মানুষের দেহে থাকা এসিই২-র সঙ্গে দ্রুত বন্ধনও তৈরি করার ক্ষমতা নেই এদের। তাছাড়া করোনা আমল পেরিয়ে আসার পর মানুষের শরীরে এই ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি অনেক শক্তিশালী এখন। ফলে আপাতত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

নয়া হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'বন্ধু' সম্বোধন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও শুল্কনীতির বেলায় ভারতকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি নন তিনি। এমনকী একাধিক আমদানি পণ্যে শুল্ক কমিয়ে, মোদির আমেরিকা সফরেও ডাল গলেনি! এবার চিন ও ভারতের উপরে পালটা কর চাপানোর নীতির কথা ঘোষণা করলেন ট্রাম্প। জানিয়ে দিলেন, মার্কিন পণ্যে যেমন কর চাপানো হবে, পালটা ঠিক তেমন কর চাপানো হবে ভারত ও চিনের ক্ষেত্রে। শুল্কনীতির ক্ষেত্রে কার্যত চিন ও ভারতকে এক বন্ধনীতে ফেললেন ট্রাম্প।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পদে শক্তিকান্ত দাস

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর পদ থেকে অবসরের পর এবার বড় দায়িত্ব পেলেন শক্তিকান্ত দাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রধান সচিব পদে নিয়োগ করা হল তাঁকে। শক্তির নিয়োগ বিষয়ে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর শনিবার এই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর গত বছর এই দায়িত্ব থেকে অবসর নেন তিনি। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।

শনিবার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল ট্রেনিং-এর তরফে। যেখানে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না আসা এই পদে থাকবেন তিনি। এর আগে গুরুত্বপূর্ণ এই পদে ছিলেন পিকে মিশ্র। ২০১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

টানেল ভেঙে আটক বহু শ্রমিক

অমরাবতী, ২২ ফেব্রুয়ারি: টানেলে ধস নেমে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তেলঙ্গানার নগরকুরনুল জেলার শ্রীসাইলাম ড্যামে অবস্থিত এই সুড়ঙ্গে কাজ চলাকালীন হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ছাদের একাংশ। দুর্ঘটনার মুহূর্তে বেশিরভাগ শ্রমিক সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও অন্তত ৮ জন শ্রমিক চাপা পড়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করতে জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে লিকেজ সমস্যা সারাই করতে গিয়েছিলেন একদল শ্রমিক।

মরিশাসের জাতীয় দিবসে প্রধান অতিথি মোদি

মরিশাস, ২২ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বগুরু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রমাণিত হল আরও একবার। মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম নিজেই এই কথা জানান।

শুক্রবার মরিশাসের সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে আসন্ন ন্যাশনাল ডে বা জাতীয় দিবসের উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতো একজন রাষ্ট্রনেতাকে আপ্যায়নের সুযোগ অনেক বড় সম্মানের বলেই উল্লেখ করেন তিনি। সংসদে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আসতে রাজি হয়েছে। এটা আমাদের দেশের সৌভাগ্য যে ওঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও আসতে রাজি হয়েছেন।'

রবিবাসরীয় ম্যাচে ভারত-পাক মহারণ

■ **আজ ভারত-পাক মহারণ। প্রথম ম্যাচে হেরেছে ঠিকই। তবে রবিবার মহারণে নামার আগে পড়শি দেশকে মোটেই ছোট করে দেখতে চায় না ভারত। তারা বাকি দেশগুলির মতোই গুরুত্ব দিয়ে দেখবে পাকিস্তানকে। ম্যাচের আগের দিন জানিয়ে দিলেন শুভমন গিল। সাম্প্রতিক কালে এক দিনের ফরম্যাটে পাকিস্তানকে শাসন করেছে ভারত। প্রথম ম্যাচে বাবর আজমেরা হারায় অনেকেই ধরে নিয়েছেন, ভারতের কাজ সহজ। ম্যাচটি টিভিতে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে এবং অনলাইনে জিওহটস্টার অ্যাপে দেখা যাবে।**

চম্পাহাটিতে ভূতুরে ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েক দিন আগেই ভোটার তালিকায় 'ভুয়ো নাম' ঢোকানো নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটিতে প্রায় ৪ হাজার 'ভূতুড়ে ভোটার'কে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক শোরগোল। তৃণমূলের অভিযোগ, নেপথ্যে বিজেপির কারসাজি রয়েছে। পাল্টা বিজেপি এবং সিপিএম আঙুল তুলেছে তৃণমূলের দিকে। চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২টি সংসদে সাড়ে চার হাজার বাড়তি ভোটার মিলেছে বলে অভিযোগ।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে টানা দু'দিন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার এবং রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেই এই সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। এর জেরে তাপমাত্রাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শনিবারের পর রবিবার কলকাতার বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। শনিবার বৃষ্টি বেশি হবে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং নদিয়ায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি এই জেলগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বাকি জেলগুলিতেও ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং জেলার বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি হয়েছে। তার পর তাপমাত্রা এক ধাক্কায় পাঁচ ডিগ্রি কমে গিয়েছিল। শনিবার তা কিছুটা বেড়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ১৮ ডিগ্রিতে। আগামী দু'দিনে আবার তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়বে। তার পরের দু'দিনে আবার তাপমাত্রা কমবে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতও হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে।

জোড়া ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানা এবং নাগাল্যান্ডে। এ ছাড়া একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত ছত্তিশগড় পর্যন্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। এর ফলেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। এদিকে শীতের শেষে আচমকা বৃষ্টিতে একাধিক জায়গায় অকাল বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জলের নিচে ডুবে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা আলু জমি। শেষ বেলায় সব হারিয়ে মাথায় হাত আলু চাষিদের। এরইমধ্যে থাকছে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস। তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাষিরা। চাষে আরও ক্ষতির আশঙ্কা।

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াই থাকছে দক্ষিণবঙ্গে। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া শুকনো থাকার ইঙ্গিত। তার আগে কলকাতাতেও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি চলবে একাধিক জেলায়। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদিয়া জেলাতে। সেখানে কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সঙ্গে বৃষ্টি। কোনও কোনও জায়গায় হাওয়ার গতিবেগ ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টাতেও উঠে যেতে পারে।

রবিবারে ভিজবে হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার মতো জেলাগুলি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বদলাবে হাওয়া। সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা মিললেও ধীরে ধীরে সবটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sati Orang W/O- Jagannath Orang সাং- রাউতারা, পোঃ-নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, পঃ বঃ গত ০৬/০২/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমার পিতা- Samar Sardar ও Amar Sardar একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইয়াছে।

I, Kartick Bagdi, S/O – Late Baneswar Bagdi, residing at Vill: Rautara PO- Kotasur ,P.S.- Mayureswar, Dist.- Birbhum (WB) at present Mollarpur, Dist-Birbhum. In the EPIC and Reliance life Insurance Policy my name is written as Bhola Bagdi. I declared in the court of Ld. Judicial Magistrate III , First Class Suri, Birbhum / Executive Magistrate ,Dated 25.01.2025 that Kartick Bagdi and Bhola Bagdi are same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, ইদ্রিস মন্ডল, পিতা- আইজেল মন্ডল, সাং- মদনভাঙ্গা, পোষ্ট- ঘোড়াগাছা, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ০২/০১/২০২৪ তারিখে কল্যাণী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪২ নম্বর বিক্রয় কোবলা দলিলমুলে খরিদ করিয়াছি। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি নিম্ন লিখিত আমমোক্তার দলিলের বলে খরিদ করিয়াছি। (১) তারিখ- ০২/০৮/২০১৮; আমমোক্তার দলিল নম্বর ২৫০; অফিস- কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিস; লিখিতং- সোমা রায়, স্বামী- মনোজ রায়, সাং- ৫৭, ইউবি কলোনী, থানা- বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা; বরাবর- সুবোধ কর্মকার, পিতা- চিত্তরঞ্জন কর্মকার, সাং- ৯/৩৯৯, গয়েশপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। মৌজা- ৮৮ নং দোগাছিয়া, দাগ নম্বর- ১৯০৫। (২) তারিখ- ০২/০৮/২০১৮; আমমোক্তার দলিল নম্বর- ২৫১; অফিস- কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিস; লিখিতং- ছবিরানী কর্মকার দিং, স্বামী- রাখাল চন্দ্র কর্মকার, সাং- ৯/৪০৩, গয়েশপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। বরাবর- পার্থ কর্মকার, পিতা- রাখাল চন্দ্র কর্মকার, সাং- ৯/৪০৩, গয়েশপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। মৌজা- ৮৮ নং দোগাছিয়া, দাগ নম্বর- ১৯০৫। (৩) তারিখ- ০২/০৮/২০১৮; আমমোক্তার দলিল নম্বর- ২৫২; অফিস- কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিস; লিখিতং- গীতা কর্মকার দিং, স্বামী- তাপস কর্মকার, সাং- কে.সি. সেন রোড, ৯/৪০৩, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী। বরাবর - মন্টু কর্মকার, পিতা- আমিয় লাল কর্মকার, সাং- ৯/৩৯৯, গয়েশপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। মৌজা- ৮৮ নং দোগাছিয়া, দাগ নম্বর - ১৯০৫।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী মানিক ঘোষ**, পিতা আনন্দ ঘোষ, সাং ও পোঃ- তিলকপুর, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসের ৭৭১৮/১২নং দলিলমূলে তাং ১১.০৭.২০১২ নদীয়া জেলার ৯৭নং সোন্দা মৌজাস্থিত LR. খতিয়ান নং ৯৫৯, ৯৯৪, LR. ৪৮২, ৯১৭নং দাগে ২.৬৩ শতক সম্পত্তি **তপন কুমার দত্ত**, পিতা শ্রী নির্মল দত্ত, সাং রাধানগর অন্নপূর্ণা সরণী, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া-র নিকট হইতে ক্রয় করেন। **তপন কুমার দত্ত** উক্ত সম্পত্তি কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসের ৬৭৬৩/১২ তাং ২০.০৬.২০১২ তারিখের একখানি আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী ভীষ্মদেব** ঘোষ, পিতা- ৺অরুন ঘোষ, সাং নবদ্বীপ গঞ্জডাঙ্গা, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL & L.RO. অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Tarun Kr. Maji, (Advocate),
Krishnagar Judges Court.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা কাঞ্চন পাল স্বামী ৺সুনীল পাল, সাকিম বেনাভারুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রীমতী অর্পিতা সামন্ত** পিতা ৺সুনীল পাল, স্বামী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত, সাকিম যাদবপুর, কামদেবপুর, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৩)শ্রীমতী বর্ণালী দেবী ওরফে বর্ণালী মন্ডল** পিতা ৺সুনীল পাল, স্বামী সুরজ প্রসাদ, সাকিম ওয়ার্ড নং ৮, নিয়ার লাল কোঠী, পানসিল নগর, বরা, পাটনা, বিহার মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0644/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় পাল** পিতা ৺সুনীল পাল সাকিম বেনাভারুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২১/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8224/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুজাতা মন্ডল** পিতা সুধীর মন্ডল, সাকিম কানাই সরকার ঘাট, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বেনাভারুই, ১৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৩৮৫ তথা হাল এল.আর. ১৪৭৬ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ৪৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ২ ছটাক বা ০.০৩৫ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুজাতা মন্ডল** পিতা সুধীর মন্ডল তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, উমা বাড়ৈ, পিতা -তরনী কান্ত বাড়ৈ, সাং ও পোষ্ট -সগুনা, থানা -কল্যাণী, জেলা নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আমি বিগত ইংরাজি ০৫/০৩/২০০৪ তারিখে কল্যাণী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৪ নম্বর বহির ৩৪ নম্বর আমমোক্তার দলিল বলে খরিদ করিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে -উক্ত আমমোক্তারনামা সাং বামনপাড়া, পোষ্ট সগুনা, থানা- কল্যাণী, জেলা-নদীয়া নিবাসী মধুসূদন ঘোষের পুত্র বিশ্বনাথ ঘোষ ও সন্ন্যাসী চরণ ঘোষ হইতে সাং ও পোষ্ট - মদনপুর, থানা চাকদহ, জেলা- নদীয়া নিবাসী নন্দ কুমার মন্ডল, পিতা- কানাই লাল মন্ডল ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যদি -রেকর্ড করা হয় বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-:তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-

জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা - ৮০ নং, সগুনা। **খতিয়ান নম্বর-** এল.আর. ১০৬৬, **দাগ নম্বর-** এল. আর. ২২৭, **জমির পরিমাপ-** ৬.৬০ শতক, **রকম-** আউশ

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, শ্রী দেবাশীষ মন্ডল ও সঞ্জীবন মন্ডল উভয়ের পিতা তরুন মন্ডল, সাং জীবননগর, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আমরা বিগত ইংরাজি ৩০/০১/২০১২ তারিখে কল্যাণী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩২১ নম্বর দলিল বলে খরিদ করিয়াছি। উক্ত খরিদা সম্পত্তি নদীয়া জেলার অধীন চাকদহ থানার অন্তর্গত মদনপুর নিবাসী অনিল মোদক, পিতা গোষ্ট বিহারী মোদক-এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার অসীম চৌধুরী, পিতা অখিল চৌধুরীর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি। আমমোক্তারনামার তারিখ ২৫/১০/২০২১ নম্বর যথাক্রমে ০৪ নম্বর বহির ২৪১ ও ২৪২ নং যাহা কল্যাণী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। এক্ষণে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যদি রেকর্ড করা হয় বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-:তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-

জেলা নদীয়া, থানা চাকদহ, মৌজা ৯৭ নং, কৌতুকপুর। **খতিয়ান নম্বর-** এল.আর. ১৭, **দাগ নম্বর-** আর.এস. ও এল.আর. ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৪৪, ৪৯৬/৮৩৩, ৪৯৮, ৪৯৯, ৪৯৯/৯২৯, **জমির পরিমাপ-** ২.৫০ শতক। ২২.৫০ শতক। ১১.৫০ শতক। ৩.২৫ শতক। ২.৫০ শতক। ১.৪৬৮ শতক। ১৫.৫০ শতক। ৫.৬৬৭ শতক।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত

Probate Case No.-34/24

অশোক পাত্র ... দরখাস্তকারী

বনাম

অমল পাত্র দীং ...প্রতিপক্ষগন

ধার্য্য দিন ইং- ১৯.০৩.২০২৫ তারিখ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত বরাডিহা সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত **মোহন চন্দ্র পাত্রর** লিখিয়া দেওয়া গত ইং ১৮/০৪/২০১২ তারিখের সম্পাদিত উইলের Probate পাওনের জন্য উপরিউক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-বরাডিহা, জে. এল. নং- ২২৭, খতিয়ান নং-৪২৪,

দাগ নং	কসম	পরিমান
৮৮৪	বাস্তু	১৭ ডেসিমেল
১৪৭০	জল	২৩ ডেসিমেল
১৩৯২	জল	২৯ ডেসিমেল
১৪৪৪	জল	৩৩ ডেসিমেল
১৪২৫	জল	১৪ ডেসিমেল
১৬০৬	জল	৯০ ডেসিমেল
১৬১৭	জল	৫৮ ডেসিমেল
১৪৬৭	জল	৩৮ ডেসিমেল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-কাজলা, জে.এল. নং-৩৬৩, খতিয়ান নং-১৫২,

দাগ নং	কসম	পরিমান
৮৯	জল	৫৫ ডেসিমেল
৮৩	জল	২২ ডেসিমেল
৮৭	জল	৩৩ ডেসিমেল

ইতি- আদেশানুসারে
কামরুন নেহার
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, তাং-২১.০২.২৫

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) ইরা ভট্টাচার্য্য, স্বামী নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সাং হাটপাড়া, পোঃ ও থানা পাকুর, জেলা ঝাড়খন্ড ২) মিতা গোস্বামী, স্বামী অরুনাংশু গোস্বামী, সাং গোরাবাজার, ৫৮ এক্সিবিশন রোড, পোঃ ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। নিম্ন তপশীল উল্লিখিত সম্পত্তি ।-338/14 আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিকাশ চট্টোপাধ্যায় ওরফে চ্যাটাজ্জী, পিতা মৃত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে চ্যাটাজ্জী সাকিম পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, মহকুমা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস জঙ্গীপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ।-5105/17 দলিলবলে সাং ৪৭ কে.কে ব্যানার্জী রোড, গোরাবাজার, পোঃ-বহরমপুর টাউন, জেলা মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রী হিমাদ্রী দাস, পিতা মৃত নারায়ন কুমার দাস মহাশয়কে বিক্রয় করেন। আগামি দিনে দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে জঙ্গিপুর এ.ডি. এস.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

তপশীল পরিচিতি :- জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা ১১৩ নং কাঁকুড়িয়া, আর.এস খতিয়ান নং ৪৭৫, এল.আর খতিয়ান নং ১৩৪, দাগ আর.এস ও এল.আর ৭৮৬, রকম-আমন, পরিমান ১২১ শতক মধ্যে ২/৪ অংশে ৬০.৫ শতক তন্মধ্যে ৩০.২৫ শতক।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা কাঞ্চন পাল স্বামী ৺সুনীল পাল, সাকিম বেনাভারুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রীমতী অর্পিতা সামন্ত** পিতা ৺সুনীল পাল, স্বামী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত, সাকিম যাদবপুর, কামদেবপুর, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৩)শ্রীমতী বর্ণালী দেবী ওরফে বর্ণালী মন্ডল** পিতা ৺সুনীল পাল, স্বামী সুরজ প্রসাদ, সাকিম ওয়ার্ড নং ৮, নিয়ার লাল কোঠী, পানসিল নগর, বরা, পাটনা, বিহার মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0644/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় পাল** পিতা ৺সুনীল পাল সাকিম বেনাভারুই, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 23/05/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4652/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী কানন চ্যাটাজ্জী** স্বামী শ্রী ভাস্কর চ্যাটাজ্জী সাকিম রবীন্দ্রনগর ১ নং, কুলিহান্ডা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বেনাভারুই, ১৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৩৮৫ তথা হাল এল.আর. ১৪৭৬ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ৪৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক ১০ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কানন চ্যাটাজ্জী** স্বামী শ্রী ভাস্কর চ্যাটাজ্জী তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল পাঁচঘড়া লজিস্টিক পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৩ সালের এ.আর.এ-।। কলকাতাতে তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১৮৩৩৬ অনুযায়ী ২৯.৫৬ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ৩৮৫১ ও ৩৮৫৪, সংশ্লিষ্ট আর.এস দাগ নং ৩৫৮১ ও ৩৫৮২, সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ২৭৩৪-এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, থানা- চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি বুজারত সাউ কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

এবং যেখানে, উক্ত বুজারত সাউ উপরোক্ত জমি অজয় কুমার খান্ডেলওয়াল, সারিতা খান্ডেলওয়াল ও সুনীতা গুপ্তার থেকে ২০০৯ সালের জনাই তে নিবন্ধিত দলিল নং ০৪৪৮৪ অনুযায়ী ক্রয় করেছে, এটি তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার জিতেন্দ্র কুমার খান্ডেলওয়াল কর্তৃক এ.ডি.এস.আর. হাওড়া নিবন্ধিত ২০০৮ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৪২৯ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, চণ্ডীতলা-।। তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল দিগন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২ সালের এ.আর.এ- তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১৬০২২ অনুযায়ী ১৩.১৬ শতক জমি ক্রয় করেছে। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ৩৮৮১, ৩৮৯৭, ৩৮৯৮ ও ৩৯০৫, সংশ্লিষ্ট আর.এস দাগ নং ৩৬১১, ৩৬২৭, ৩৬২৮ ও ৩৬৩৫, সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ২৭০৪-এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, থানা- চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি পার্বতী বিশ্বকর্মা, মনোজ কুমার বিশ্বকর্মা, রাজু বিশ্বকর্মা, নন্দলাল বিশ্বকর্মা, লক্ষ্মণ বিশ্বকর্মা, বিমল বিশ্বকর্মা, রাজকুমারি বিশ্বকর্মা, ভারতী বিশ্বকর্মা র কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

এবং যেখানে, উক্ত দিগন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড উপরোক্ত ১৩.১৬ শতক জমির মধ্যে ১.৬৪৫ শতক জমি রাজকুমারি বিশ্বকর্মার থেকে ক্রয় করেছে, এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার লক্ষ্মণ বিশ্বকর্মা কর্তৃক গোষী, মৌ উত্তরপ্রদেশে নিবন্ধিত ২০২২ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৩৩ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এবং উপরোক্ত ১৩.১৬শতক জমির মধ্যে ১.৬৪৫ শতক জমি ভারতী বিশ্বকর্মার থেকে ক্রয় করেছে, এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার লক্ষ্মণ বিশ্বকর্মা কর্তৃক আজেমগড়, উত্তরপ্রদেশে নিবন্ধিত ২০২২ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫৬ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০, ১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, চণ্ডীতলা- II তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে ঝাঁপ যুবকের, প্রাণ বাঁচালেন মৎস্যজীবী আর রিভার ট্র্যাফিকের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুটার চালিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে যাচ্ছিলেন এক যুবক। এরপরই স্কুটার থামিয়ে রেলিং থেকে সোজা গঙ্গায় ঝাঁপ দেন তিনি। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশ। এর পাশাপাশি এই ঘটনা নজরে আসতে তাঁকে বাঁচান গঙ্গায় মাছ ধরতে থাকা জেলেরা এবং রিভার ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এরপরই তাঁকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে তখন চরম ব্যস্ততা। একের পর এক গাড়ির যাতায়াত। এমন সময়েই এই ঘটনার সাক্ষী হন মানুষজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবক বাইক নিয়ে আসছিলেন। বাইক দাঁড় করিয়ে হঠাৎ সেতুর উপর উঠে পড়েন তিনি। তারপর গঙ্গায় ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। খবর পাওয়ার পর কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তারপর তাঁরা গঙ্গা থেকে এসে উদ্ধার করে ওই ব্যক্তিকে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে। বাইকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার হেস্টিং থানায়।

এদিকে এই ঘটনা নজরে আসতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ট্রাফিক প্রায় থমকে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে সোজা সেখানে যায় রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ। গঙ্গার জেলেদের কাছ থেকে উদ্ধার করেন ওই যুবককে। অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধারের পর তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। যুবকের আনুমানিক বয়স ৪০ বছর বলেই জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। পুলিশ ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর থেকে ঝাঁপ মারার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

পালিত হল সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা দিবস।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে আরেক ধাপ এগোলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংখ্যালঘু উন্নয়নে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণে আরেক ধাপ এগোল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এবার রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীন মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীদের অবসরের বয়স এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হল। তারা এখন থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। অবসরকালীন এককালীন অনুদান তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হল পাঁচ লাখ টাকা। অবসরের সময় এককালীন ভাতা হিসেবে ওই টাকা পাবেন তাঁরা। এই মর্মে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। গত বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে তাদের জন্য এই সুবিধা কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত বছর লোকসভা ভোটের আগে ক্যাজুয়াল, দৈনিক ভাতা, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরির বয়স এবং ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। প্যারা টিচার, এসএসকে, এমএসকে শিক্ষক, আশা, স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড, অতিরিক্ত দমকলকর্মী সহ এই ধরনের কর্মীরা অবসরের পর এই সুবিধা পাচ্ছেন।

টিটাগড়ের পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে ভাড়া না দিয়ে বলপূর্বক ঘর দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এএন দেও পথ রোডের সাধুখাঁ বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া আছেন টিটাগড় পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান কমলেশ সাউ। অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে উনি নাকি বাড়িওয়ালার সেই ঘর দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অসুস্থ বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে থাকেন আইসিডিএস কর্মী রাজেশ্বরী সাধুখাঁ। ওই বাড়িতে প্রায় ১৫ বছর ধরে পরিবার নিয়ে ভাড়া আছেন পুরপ্রধান কমল

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ১০ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার

তিলোত্তমা কাণ্ডে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কাঠগড়ায় আরজি কর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমা-কাণ্ডে ফের কাঠগড়ায় আরজি কর কর্তৃপক্ষ। ঘটনার ছ'মাস পর ও মেয়ের ডেথ সার্টিফিকেট পেতে নাজেহাল বাবা-মা। কারণ, সেখানে বেশ কিছু নথির সমস্যা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে এই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও কলকাতা পুরনিগমের বক্তব্যে ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক।

এম এসভিপি-র দাবি, চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু হলে তবেই ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে হাসপাতাল। তাঁর বক্তব্য, হাসপাতালে মৃত অবস্থায় কোন ও রোগীকে আনা হলে, সে ক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে পুরসভা। হাসপাতাল চত্বরে কোন ও রোগীর মৃত্যু হলে, সে ক্ষেত্রেও পুরসভাই ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে বলে জানান তিনি। এদিকে, উল্টো কথা বলছেন কলকাতা পুরসভার বরো ওয়ানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। কেএমসি-র এক্সিকিউটিভ হেলথ অফিসারের দাবি, তিলোত্তমার দাহ সংক্রান্ত নথি, ময়নাতদন্তের কাগজে মৃত্যুর স্থান হিসেবে লেখা রয়েছে আরজি করের নাম। তাই ডেথ সার্টিফিকেট দেবে আরজি

কর। আর এখানেই ফের প্রশ্ন উঠল স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিকাঠামো নিয়ে। পুরনিগমের সঙ্গে তাদের যে বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে তা ডেথ সার্টিফিকেট তৈরির পদ্ধতিতেও স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে তিলোত্তমার বাবা বলেন, নিয়ম মেনে মেয়ের মৃত্যু ঘোষণা করা হয়নি, তাই ডেথ সার্টিফিকেট ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় এ প্রশ্নও উঠছে যে, ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি না হলে কোর্ট নথিতে কীভাবে তার উল্লেখ করা হবে তা নিয়েও।

এদিকে তিলোত্তমা মামলায় ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার পলি সমাদ্দারের বয়ানে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুর উল্লেখ রয়েছে। কোর্টে ইএম ও জানিয়েছেন, টালা থানার এস আই-এর হাতে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি। প্রশ্ন হল কোর্টের নথিতে উল্লিখিত ওই ডেথ সার্টিফিকেট তাহলে কিসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে তা নিয়ে।

আর এখানেই তিলোত্তমার বাবার দাবি, শুরু থেকেই যে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, এই ঘটনা তার প্রমাণ । সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, 'ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি না হলে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার কোর্টে কী ভাবে বলেন, ডেথ সার্টিফিকেটের নথি তিনি টালা থানার এস আইকে দিয়েছেন?' এই প্রসঙ্গে তিলোত্তমার মা বলেন, 'সারা দেশবাসী দেখুক, বিচার তো পেলাম না। এখন ডেথ সার্টিফিকেট ও পাচ্ছি না। কোন রাজ্যে বাস করছি! আমার মেয়েকে কেন মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে? বলা হচ্ছে আমার মেয়ে তো ওখানে কর্তব্যরত অবস্থায় খুন হয়েছে। ঘটনা তো বাইরে ঘটেনি?'

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির জেরে উত্তপ্ত প্রেসিডেন্সি, বাতিল সংগীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পড়ুয়াদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। সংগীতানুষ্ঠান চলাকালীন ছাত্রী শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগে পরিস্থিতি এমনই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সমগ্র সংগীতানুষ্ঠানই বাতিল করতে হয়। প্রেসিডেন্সি পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহিরাগতদের অভব্যতার শিকার হয়েছেন এক ছাত্রী। আর তা ঘিরে আইসি এবং এসএফআই-এর ঝামেলা পৌঁছে যায় মঞ্চে। যার জেরে মঞ্চে উঠতেই পারেননি সংগীত শিল্পীরা। শুক্রবার রাতের এই ঘটনার রেশ থাকে শনিবারও। আপাতত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শিকেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে পোস্টও করেন স্নাতকের এক ছাত্রী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট থেকে ঘটনা সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে, ছাত্র সংগঠন আইসির তরফে নবীন বরণের অনুষ্ঠান 'আইকন' চলছিল শুক্রবার। স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মঞ্জিষ্ঠা বসু পোস্টে অভিযোগ তুলেছেন, ওই অনুষ্ঠানের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অহন কর্মকার ঢুকে গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। শুধু তাই নয়, মারধর করে মাইক্রোফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও ওঠে অহনের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে মঞ্চে দুপক্ষের বাকবিতণ্ডা, হাতাহাতি শুরু হয়। ঝামেলা আরও বাড়ে বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং লাগার ফলে। আইসি-র তরফে অভিযোগ, যাঁরা মাইক কেড়ে মারধর করেছিলেন, তাঁরা এসএফআইয়ের সদস্য।

অন্যদিকে 'আইকন' অনুষ্ঠানে গান শোনাতে এসেছিলেন সংগীতশিল্পী পটা ওরফে অভিজিৎ বর্মণ ও তাঁর দলবল। মঞ্চের উপরই ছাত্রছাত্রীদের এসব গন্ডগোলের জেরে তাঁরা গানও গাইতে পারেননি। ফিরে যেতে হয়। শুক্রবার রাতভর এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল তপ্ত। শনিবারও থমথমে প্রেসিডেন্সি। বহিরাগত প্রবেশ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে।

সহজ পরব সম্মান ২০২৫ এ সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট বাউল শিল্পী কানাই দাস বাউল। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। মঞ্চে ছিলেন সংগীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্রা। ছবি: অদিতি সাহা

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে গ্রেপ্তার ভুয়ো সেনা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্ক স্ট্রিটের ইলিয়ট লেন থেকে গ্রেপ্তার ভুয়ো সেনা আধিকারিক। যুবকের নাম শেখ নাজির হোসেইন। এই শেখ নাজির কখনও পরিচয় দিয়েছেন সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার হিসেবে আবর কখনও গোর্খা রাইফেলসের জওয়ান বলে। কিন্তু বাস্তবে তিনি প্রতারক। এমনকী কলকাতায় খুলে ফেলেছিলেন সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। এই প্রতারকের 'প্রতারণার কারবার' বন্ধ করল কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযুক্তের বাড়িতে হানা দেয় কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। সেখান থেকেই প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় নাজিরকে।

উল্লেখ্য, নাজিরের বাড়ি থেকে তিন স্টারের খাকি ইউনিফর্ম, একটি ভুয়ো পরিচয় পত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই কার্ডে লেখা রয়েছে ক্যাপ্টেন নাজির হোসেইন। জানা গিয়েছে, এই ভুয়ো ইউনিফর্ম ও কার্ড দেখিয়েই সাধারণের কাছে নিজের পরিচয় দিতেন নাজির। এছাড়াও, তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে গোর্খা রাইফেলের প্রতীক দেওয়া একটি চামড়ার বেল্ট, সেনা-জুতো-সহ আরও কিছু সামগ্রী।

নিজেকে কখনও সেনাবাহিনীর অফিসার, কখনও আবার গোর্খা রাইফেলসের জওয়ান হিসাবে পরিচয় দিতেন এই অভিযুক্ত। এমনকী, কলকাতায় খুলে ফেলেছিলেন একটা সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। এর পাশাপাশি এনসিসি-র বিভিন্ন যুবককে সেখানে ডেকে প্রশিক্ষণও দিতেন তিনি। আর এই ঘটনাতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রথমে প্রশিক্ষণের জন্য এনসিসি ক্যাডেটদের ধরে আনতেন। তারপর সেনাবাহিনীতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা হাতাতেন এই নাজির।

১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে গড়বেতার ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন শুরু হবে, আশাবাদী সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় স্টিল প্ল্যান্ট করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই স্টিল প্ল্যান্টে উৎপাদন কবে শুরু হবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই বঙ্গে। বিজনেস সামিটের পর থেকে এই আলোচনা বেড়েছে বহুগুণে। কারণ, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও উত্তর মিলল না রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এমনকী বিশেষ কিছুদিন ধরেই এই নিয়ে জল্পনা চলছে। এই নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, ১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে শুরু হবে উৎপাদন। সঙ্গে এও জানান, স্টিল প্ল্যান্ট চালু হলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও জানান তিনি। প্রথমে ঠিক ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে হবে ওই স্টিল প্ল্যান্ট। পরে তা গড়বেতায় হবে বলে জানানো হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় ওই ইস্পাত কারখানা নিয়ে সৌরভ জানান, 'প্রত্যেকে ভাবেন, ২ মাসে স্টিল প্ল্যান্টে কাজ শুরু হবে। তা তো সম্ভব নয়। নানা ইস্যু থাকে। কারখানা তৈরিতে সময় লাগে। আশা করি, আমরা ১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন শুরু করতে পারব।'

এর পাশাপাশি সৌরভ এও জানান, ২টি ইস্পাত কারখানায় কাজ চলছে। এই প্রসঙ্গে সৌরভ এও জানান, '২০০৭ সাল থেকে আমাদের দুটি ইস্পাত কারখানা রয়েছে। যার একটি আসানসোলে, অন্যটি পাটনাতে। গড়বেতারটি আমাদের তৃতীয় প্ল্যান্ট এবং সবচেয়ে বড়। কিন্তু, কারখানার জন্য নানা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। যেগুলো সময়সাপেক্ষ। সেগুলো হয়ে গেলেই ১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে উৎপাদন শুরু হবে।' নতুন এই কারখানায় কর্মসংস্থান নিয়ে সৌরভ বলেন, 'আমাদের দুটি কারখানায় ১০ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। এখানেও আশা করি অনেক কর্মসংস্থান হবে।'

১২ ঘণ্টা পরিষেবা বন্ধের ডাক অ্যাপ ক্যাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাড়াবৃদ্ধি-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে এবার পরিষেবা বন্ধের ডাক দিল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটু পরিচালিত অ্যাপ ক্যাব সংগঠন। সঙ্গে সংগঠনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহে ১২ ঘণ্টার জন্য কলকাতা অ্যাপ ক্যাবের চাকা গড়াবে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওলা-উবের অপারেটার্স অ্যান্ড ড্রাইভারস ইউনিয়ন। এই প্রসঙ্গে সংস্থার সহ সম্পাদক সোহাগ খান জানান, ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাস্তায় নামবে না কোনও অ্যাপ ক্যাব।

গত কয়েক বছর ধরে তেলের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার অর্থনীতিতে একাধিক বদল ঘটেছে। অথচ সরকার তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অ্যাপ ক্যাবগুলিরর ভাড়াবৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি বলে অভিযোগ। এই ইস্যুতে পরিবহণ দপ্তরে দরবারও করেছে সিটু পরিচালিত অ্যাপ ক্যাব ইউনিয়ন। তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি।

সিটু পরিচালিত ওলা, উবের অপারেটার্স অ্যান্ড ড্রাইভারস ইউনিয়নের তরফে সহ সম্পাদক সোহাগ খানের অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার আমাদের চালকদের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোনও ভাড়া বেঁধে দিচ্ছে না। অথচ তেলের দাম যা বেড়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পথে অ্যাপ ক্যাব নামানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ২০ তারিখ আমরা সবাই বৈঠকে বসেছিলাম। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী ২৭ তারিখ অফলাইন স্ট্রাইকের ডাক দিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের তত্ত্বাবধানে যে ওলা, উবের, ইনড্রাইভ, র‍্যাপিডোর মতো অ্যাপ ক্যাবগুলিকে রাস্তায় নামাতে বারণ করেছি। ওই ১২ ঘণ্টা রাস্তায় অ্যাপ ক্যাব চলবে না।'

কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক পরিচয়ে পরিচারিকার থেকে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: পরিচারিকার কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক পরিচয়ে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল নিউটাউনের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে নিউটাউন থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের জালে প্রতারক। নিউটাউন পুলিশ সূত্রে খবর, তার কাছ থেকে মিলেছে 'গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া' লোগো লাগানো একটি গাড়ি এবং একাধিক ভুয়ো নথি। এগুলো সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। একইসঙ্গে নিউটাউন থানার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ধৃত যুবকের নাম সৌরভ কুমার। নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। সঙ্গে এও জানা গেছে, গত ২০২২ সাল থেকে সৌরভের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন দিপালী মণ্ডল। নিউটাউনের যাত্রাগাছির বাসিন্দা তিনি। তাঁর স্বামী তরুণ মণ্ডল। বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন তরুণ। অভিযোগ, দিপালীর স্বামীকে ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সৌরভ। ধাপে ধাপে ৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় সে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেলেও চাকরির কোনও খোঁজখবর পাননি দিপালী। ফেরত পাননি টাকাও। অভিযোগ, টাকা ফেরত কিংবা চাকরির বন্দোবস্ত না করতে পারলেও মহিলাকে হুমকি দেয় সৌরভ। বাড়িতে গিয়ে মারধরও করা হয় দিপালী এবং তাঁর স্বামীকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিউটাউন থানার দ্বারস্থ হন দিপালী। সৌরভ কুমারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সৌরভকে গ্রেপ্তার করে। তার সঙ্গে থাকা একটি চারচাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই গাড়িটিতে 'গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া' লোগো লাগানো রয়েছে। এছাড়াও তার কাছ থেকে ভুয়ো নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণা, মারধর-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রাথমিকে দুর্নীতির সঙ্গে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছেন সুজয়-অরুণ, উল্লেখ চার্জশিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিশেষ আদালতে যে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা করেছে সিবিআই তাতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এবং অরুণ হাজরার বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্ফোরক অভিযোগ। সিবিআই সূত্রে খবর, চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, অরুণ হাজরা অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে দিতেন। এর পাশাপাশি এও উল্লেখ করা হয়েছে, সুজয় আর অরুণ মিলে নাকি আটাত্তর কোটি টাকাও তুলেছিলেন। সূত্রের খবর, সিবিআই চার্জশিটে জানিয়েছে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও এসএসসি, রেল সহ আরও বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলতেন এই অরুণ। প্রায় ৭৮ কোটি টাকা তুলেছিলেন তিনি। অরুণ এই টাকা তুলে সুজয়কৃষ্ণ অর্থাৎ'কালীঘাটের কাকু-কে' দিয়েছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে সিবিআই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তবে অরুণ হাজরার নাম উঠে এল এই প্রথমবার। অরুণ হলেন উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা। এক সময় কংগ্রেস করতেন। তারপর ঘাসফুলে যোগদান করেন। কয়েকদিন পর তিনি তাপস রায়ের সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর নাম নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়াতেই বঙ্গ রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

নৈহাটিতে বিনোদ সাউ নামে এক প্রমোটার পুকুর ভরাটের মাস্টার, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শহর নৈহাটি। এই নৈহাটির অরবিন্দ রোডে অবস্থিত খেলার সামগ্রীর একটি দোকান শতাব্দী প্রাচীন। অভিযোগ, ভাড়ায় থাকা প্রাচীন সেই খেলার সরঞ্জামের দোকান ঘিরে এবার প্রমোটারি চক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বিনোদ সাউ নামে এক প্রমোটারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শাবল, গাইতি দিয়ে ওই খেলার সরঞ্জামের দোকানের ছাদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। দোকানের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি ওই প্রমোটার নিযুক্ত শ্রমিকরা। রাতের আঁধারে দোকানের ছাদ ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই প্রমোটারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজনা মৌজায় সুবিশাল জলাভূমি ভরাট করে রিসোর্ট কাম ওয়াটার পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, বিজনায় জলাভূমি ভরাটের নেপথ্যের কারিগর প্রমোটার বিনোদ সাউ। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে ওই প্রমোটার নিজের কারবার বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, বিনোদ সাউ নামে এক প্রমোটার আছেন। যিনি আবার পুকুর ভরাটের মাস্টার। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, প্রমোটারি করলে কিংবা পুকুর ভরাট করলে অথবা জমির দালালি করলে তৃণমূলকে টাকা দিতেই হবে। তাঁর অভিযোগ, গভীর রাতে নৈহাটির অরবিন্দ রোডে এক ব্যবসায়ীর দোকানের ছাদ ভেঙে ফেলা হয়। অথচ পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তাঁর দাবি, পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ শেষ করতে করতে নিজেই গুন্ডা হয়ে গেল। আবার পার্থ ভৌমিক নাটক করতে করতে নিজেই নাটকবাজ হয়ে গেছে। তাঁর অভিযোগ, টাকা দিতে দিতে নৈহাটির ব্যবসায়ী মহল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, নৈহাটির অরবিন্দ রোডের ব্যবসায়ীরা এখন খুব সংকটে। অরবিন্দ রোডের হকারদের তুলে দিয়ে হকার্স মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে খদ্দেররা যান না। তাছাড়া সবজি মার্কেট তুলে দিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার পুরসভার পাশের মাছ বাজার তুলে নদিয়া জুটমিলের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তার মানে নদিয়া মিলের জমি দখল করার ধান্দা আছে।

সম্পাদকীয়

অভিভাবকেরাই ভাল নম্বর ও ফলাফলের বিপুল প্রত্যাশার ভার চাপিয়ে দেন ছেলেমেয়েদের উপরে

পিংলার গ্রামে নিজের বাড়িতে সিলিং ফ্যানে বাঁধা শাড়ির ফাঁসে এক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার হল। ইংরেজি পরীক্ষার পর থেকেই সে মনমরা ছিল, অঙ্ক পরীক্ষাও ভাল হয়নি। খেয়াল করলে দেখা যাবে, এমন মর্মান্তিক ঘটনা প্রতি বছরই মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ঘটে। খবরও হয় তা নিয়ে। কিন্তু কাজের কাজটি হয় না; এই মৃত্যুর খতিয়ান লেখা কখনওই বন্ধ হয় না। প্রায় দশ লক্ষ যেখানে পরীক্ষার্থী, সেখানে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা একটি-দু'টি, শতাংশের এ-হেন অমানবিক হিসাব কোনও কথাই নয়; কেন তরতাজা সম্ভাবনাময় একটি তরুণ প্রাণও ঝরে যাবে স্রেফ পরীক্ষা খারাপ হওয়ার জেরে? এমন ঘটনা ঘটলেই অবধারিত ভাবে চর্চা হয় বাড়ির পরিবেশ বা অভিভাবকদের অসতর্কতা নিয়েও। ক্ষেত্রবিশেষে তা অবশ্যই সত্য, কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য; পরীক্ষা চলাকালীন একটি অল্পবয়সি ছাত্র বা ছাত্রীর মনের খবর কেউই পায়নি বা রাখেনি; তার বাবা-মা, শিক্ষক, ভাইবোন বা প্রিয় বন্ধুও না। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, প্রশাসন; কোনও প্রতিষ্ঠানই কি এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে? ছাত্রছাত্রীদের মানসিক-স্বাস্থ্য রক্ষায় এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যর্থ। এখানে অভিভাবকেরাই ভাল নম্বর ও ফলাফলের বিপুল প্রত্যাশার ভার চাপিয়ে দেন ছেলেমেয়েদের উপরে, স্কুলে সহপাঠীদের করে তোলা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাল নম্বর না পেলে ছাত্র বা ছাত্রীর সমাজে মুখ দেখাতে না পারার মতো হীনম্মন্যতা তৈরি করানো হয় প্রতি পদে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তা অতি নগণ্য বা সামাজিক ভাবে খুব কম দৃশ্যমান। তবে একেবারেই যা নেই তা হল, এ ব্যাপারে প্রশাসন তথা সরকারের হেলদোল। রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রক কি শুধুই স্কুল চালানো আর পরীক্ষা নেওয়ার যন্ত্র? শিক্ষা, বিশেষত পরীক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যে মানসিক উদ্বেগ ভয় আশঙ্কা অবসাদ অঙ্গাঙ্গি, তা নিরসনে কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি কী করেছেন? অথচ এ কোনও কঠিন কাজ নয় বছরভর এবং বিশেষ করে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের মতো পরীক্ষার আগে নিয়ম করে ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিংয়েই অনেক কাজ হবে। অভিভাবক ও শিক্ষকেরা সানন্দে তা করবেন, সরকার এ উদ্যোগে শামিল করতে পারে মনোবিদ, চিকিৎসক এবং সমাজের বিশিষ্ট মানুষদেরও।

শব্দবাণ-২০০

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৩		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. কার্যপটু, কার্যকুশল ৩. (জ্যোতিষ) অক্ষীকরণ ৬. আকস্মিকভাবে একাধিক ঘটনার সংঘটন ৭. যুধিষ্ঠির।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ভূষণ, অলংকার ২. শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ ৪. হালকা কামানবিশেষ ৫. ধেনু।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৯

পাশাপাশি: ১.চিত্রক ২. পাদরি ৫. নিরন্ন ৯. সম্মত।

উপর-নীচ: ১. দাকাটা ৩. রিঙ্গণ ৪. আরম্ভ ৬. প্রত্যাশা ৭. ভেংচি।

জন্মদিন

আজকের দিন

ভাগ্যশ্রী

১৮৪১ বিশিষ্ট লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মদিন।
১৯৬৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভাগ্যশ্রীর জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দেবজিৎ ঘোষের জন্মদিন।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ সোশ্যাল মিডিয়া ছিঃ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

না, ননীর কথা বলছি না। ননী না হয় তা অন্য কারো ধণ মানে টাকা দেখে তার প্রেমিককে ছেড়ে চলে গেছিল। কিন্তু তাই বলে বিবেক আমাদের কখন ছেড়ে চলে গেলো বুঝতে পারা গেল না! ভুল বললাম। বরং সত্যিই ঠিকমতো বোঝা উঠতে পারলাম না। না বিবেকের দংশন না হলে এতো মানুষের ন্যক্কারজনক ঝাপাঝাপি বা লাফালাফি দেখা যেতো না সোশ্যাল মিডিয়ায়। সবাই কেমন যেনো বিক্রি হতে চাইছে। এই পর্যন্ত না হয় ঠিক আছে তা বলে এমনভাবে বিক্রি হবে বিবেকবান মানুষেরা তা কখনোই বুঝে উঠতে পারেন নি। এতো নষ্টামি, এত ভন্ডামি কোনোভাবেই আর বরদাস্ত করা যাবে না। কি না হচ্ছে। রিল হচ্ছে, মিম হচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে। মানে এককথায় যা ইচ্ছে তাই হচ্ছে।

একটা সময় এক্স জেন্ডার,ফেসবুক, ইউটিউবে যথেষ্ট ছিল। ডাওনলোড করা হতো পছন্দের কোনো কিছুকে। মানে গান, কিম্বা শর্ট ফিল্ম কিম্বা কোনো ব্যবসায়িক বা এডুকেশন কিছু বিষয়কে। ভুল বললাম এরকম বহু বিষয়কে। তবে তখনকার সময়ে সামান্য একটু সম্ভ্রম দেখা যেত। তা সে দেখানো হোক বা আর যায় হোক না কেনো। কিন্তু দিন যত গড়ালো দেখা গেলো যাকে বলে অধঃপতন। ভুল বললাম কাকে বলে অধঃপতন। সোশ্যাল দুনিয়ায় হাজারো মানুষের হাজারো সমস্যা মেটে। ভালো দিক প্রচুর আছে। তবে কিছু কিছু মানুষ এটাকে খারাপ দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই ভয় পাচ্ছে বাবারা --- মেয়ের কি হবে! কি হবে ? কি হবে? সর্বত্র হতাশা। কারণ কোনোভাবেই এই সোশ্যাল দুনিয়ায় থেকে রক্ষা পাচ্ছে না কেউ। ঠিকমতো যেনো সোশ্যাল দুনিয়া থেকে তার সন্তানকে বা অনেকক্ষেত্রে নিজেকেও সামলানো যাচ্ছে না। যে এই দুনিয়াকে মাততে চাইছে তার আর কোনো ফুরসৎ নেই। প্রথমে সে নিজে মজে পরে অন্যকে মজাতে চায়। আর সেখানেই হচ্ছে যত গণ্ডগোল। এবার শুরু হচ্ছে কে কত তাড়াতাড়ি ফেমাস হতে পারে। ভুল বললাম যেভাবে পারে। না তাও ভুল হলো যে যেভাবে যত নিচে পারে। আর এখানেই হচ্ছে যত সর্বনাশ। ছোট থেকে বড়। মানে আট থেকে আশি সবাই এই যজ্ঞ তে মেতেছে। কি সেই যজ্ঞ চলুন তার ঘরে ঘুরে আসি।

ফেসবুকের ফেস ছিল একসময়ের ডিমান্ড। মানে একটু সাজগোজ এই যা। কিন্তু তারপর শুরু হলো চড়া মেকআপ। না তাও হলো না। শুরু হলো অ্যাদা। মানে কায়দা। এবার শুরু হলো ইশারা। টিক টক টা সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিল। মাত হয়ে গিয়েছিল সারা নেট দুনিয়া। পর্নটি আগে গোপনে ছিল। কিছু ব্যবসা হতো।। না, এভাবে হবে না। হলোও না। আরো জোরালো চাই। শুরু হয়ে গেলো ওপেন ভিডিও। ভুল বললাম কাকে বলে ভিডিও। প্রায় সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল,কাঁপিয়ে দিতে। কেউ পারলো কেউ পারলো না। তবে যারা পারলো। তাদের দেখে সারা দেশ মাতলো। সামিল হলো মেয়েরা। মানে গেলো! কেনো গেলো তা বলার অনেক কারণ আছে। কারণ আপনাদেরও চেনা। আমরা জানি লজ্জা নারীর ভূষণ। এখানে অন্য বিষয়। আগে অভিজাত ঘরের মেয়েরা আসতো না। নাক সিটকানো ছিল কমন। তবে সেটাই ঠিক ছিল। না, মহিলারা যারা শিক্ষিত হয়েও কিছু করতে পারছে না তারা এবার এই যুদ্ধে প্রায় সামিল হলো। আবার কোথায় শুনেছে এতে নাকি পয়সা হয়। না, শুনেছে না হয়ও। মানে ভাইরাল হলে। তবে কেনো না নামা? বেশিটা বিহারীদের দিয়ে যে টিক টক শুরু হয়েছিল তা আপামর হতে বেশি দেরি হলো না। দেখা গেলো সবাই নেমে পড়ল। আর সর্বনাশটা হলো আরো জোড়ালো।

আমরা দেখেছি স্বল্প শিক্ষিত মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো শেষ নেই। তাদের ভাব এমন যে তারা সব জানে। এখন যদি নিজেকে দেখানোর একটা মাধ্যম থাকে তবে তার থেকে কেনো দূরে থাকা। তাই এই যুদ্ধে সামিল প্রায় সবাই। ভিডিও ভাইরাল করা। মেয়েরা নাচ দিয়ে শুরু করে। প্রথমে পড়ল প্রচুর ভিউজ। পরে অনেকে এই ভিডিও বানাতে লাগলো। তাই প্রচুর ভিউজ। আরো আরো ভিউজ দরকার। এবার একটু একটু করে কম পোশাক হতে দেখা গেলো। এরপর আর কম। মানে নামতে নামতে একেবারে ঘরে ঢুকে গেলো। এবার বেডরুম শেয়ার হলো। সে আরও সাংঘাতিক! আসতে আসতে আরও দৃশ্য দূষণ বাড়তে লাগলো। শুরু হলো রাত জাগা।

জাগছে আমার আপনার শহর। গ্রাম থেমে নেই। থেমে নেই যৌবনের উন্মাদনা। কি তাদের উদীপনা! বয়সের কোনো বাছ বিচার নেই। গোপনীয়তার কোনো বলাই নেই। ছোট বড় তাও কোনো দেখার দরকার নেই। আছে স্নানের দৃশ্য, বেডরুমের দৃশ্য, খোলাখুলি আছে যত। বলবো তা আর কত। যত দূর বলা যায় তার থেকেও কম বলছি। কারণ বলছি, এটা গণ মাধ্যম। এই ভাবনা টা যদি সকলের থাকতো তা হলে না কি ভালোই না হতো! কই তা হলো কই? আমরা দেখেছি যেখানে যত গোপীয়নতা সেখানে ততই আকর্ষণ। সুতরাং সামলানো দায়। কে সামলাবে আর কি ভাবেই বা সামলাবে?

ভুল বলা হলো। সামলানো সম্ভব। একবার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন তো আমরা যা করছি ভালো করছি, বুকে হাত দিয়ে বলুনতো আপনি যা করছেন তা সমাজের পক্ষে ঠিক হচ্ছে। একটা কথা বলতে পারি শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর করে কি বড় সেলিব্রেটি হয় না। না, সহজেই সেলিব্রেটি হওয়া যায় না। তার জন্যে অনেক কাট খড় পুড়াতে হয়। এমনি এমনি কেউ বড় মাপের হয় না। হয়তো অনেক লাইক পাওয়া যায় হয়তো অনেক কমেন্ট বা শেয়ার হয়। পয়সাও হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মান নষ্ট হয়। অনেকে হয়তো বলবেন তবে কেনো সেলেবরা এখানে আসছেন? এখানে তাদের বলি।

সেলেবরা আগে বহু কষ্ট করে সেলিব্রেটি হয়েছে। পরে তারা এই দুনিয়ায় এসেছে। আর তাদের লাইক ভিউজ কমেন্ট দেখলেই তো তা বুঝতেই পারেন। বলতে পারেন কোথায় গেলো রানু মন্ডল, কোথায় গেল কাঁচা বাদাম গাওয়া গানের মানুষটি? এই রকম হাজারো উদাহরণ আছে। আপনি বলবেন রানু তার স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে পারেনি। কিছুটা পাগলাটে ভাব তার মধ্যে আছে। আচ্ছা এখন বলছেন কেনো সে কথা? তখন তো বহির্বিশ্ব অবধি বলেছিল ভারতে এখন তেরি মেরি কাহানি চলছে। তাও সঙ্গীত শিল্পী হিমেশ রেশেমিয়া বহু ভাঁজ দিয়েছিল গলায়। তাই হয়েছে। আর আপনি ভাবছেন নেট দুনিয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তো কত কিছু রিলিজ করছে। তবে? কত বড় তারকা সেখানে! আর সাধারণ মানুষ যদি কিছু করার চেষ্টা করে তবেই দোষ। মোটেই না। প্রচুর পরিশ্রম করে তারা যেটা করে তার সিকিভাগও আপনি পরিশ্রম করেন না। অথচ বেশি সাফল্য চাইছেন। তা তো হয় না!

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ভালো দিক আছে সেগুলোকে আমরা সেলুট জানাচ্ছি। এমন অনেক কবিতা, গল্প, থিম, আইডিয়া, ভাষ্য,কথা, ভাব পাই যাকে আমরা সত্যিই মর্যাদা না দিয়ে পারি না। আমাদের অনেক চোখ খুলে দেয়। বাট সেগুলি অনেকের কাছে অচল। ভিড় যত রুচি হীনতায়। যা যন্ত্রনাদায়ক। একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আপনি কখনও তাকে মোরালি সাপোর্ট করতে পারেন না। আপনার বিবেক আপনাকে বাঁধা দেবেই। কিন্তু তাও মন মানে না। আবার যেনো ঢলে পরি সেই অসত্য অদৃশ্য অশ্রাব্য যন্ত্রনায়। এক একটা রাত তার বড় প্রমাণ। রাত যত ভয় তত। আমরা কি পারি না সূর্যের রশ্মিতে জীবনকে উপলব্ধি করতে? পারলে পারি তো! কেনো হবে তা হবে পরের কথা? হোক না এই সময়েরই কথা। যা ভালো আর সুগন্ধের মোড়কে হোক আরো সৌরভিত। হোক অনেকটা সোনার চেয়ে দামী।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

মহাকুম্ভের আকর্ষণ শঙ্করাচার্যরাই

তন্ময় সিংহ

অমৃতের সন্ধানে - দ্বিতীয় পর্ব

শিবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি এবং তার সম্পূর্ণ গতিপথ যেমন বারবার রুদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন বাধায় এবং সেই বাধা সরিয়ে গঙ্গা হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নদী। ঠিক একইভাবে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের চলার পথে বাধা এসেছে বারবার এবং আদি শঙ্করাচার্যের পর থেকে তার স্থাপিত মঠ গুলি অর্থাৎ চার জ্যোর্তিপীঠের ধারক শঙ্করাচার্য রাই যুগ যুগ ধরে আমাদের হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করে আসছেন এবং পথ দেখিয়ে আসছেন। মহা কুম্ভের বিভিন্ন সাধুদের আখড়াগুলির পাশে যে বড় বড় শিবির গুলি আমাদের সবচেয়ে চোখ টানে তার মধ্যে অন্যতম হলো শঙ্করাচার্যদের শিবির। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বৃদ্ধিতে যখন হিন্দু ধর্ম সংকুচিত হচ্ছিল, সেই সময় আদি শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি হিন্দু ধর্মের সমস্ত ধারাকে একত্রিত করে, মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বয়ং ভগবান শিবের অংশ বলে মনে করা হয় এই আদি শঙ্কর কে। তিনি পরবর্তীকালে ভারতে তাঁর ভাবধারার চারজন প্রধান ধর্ম প্রচারককে শঙ্করাচার্য নাম নিয়ে ভারতের চার প্রান্তে চারটি জ্যোর্তিপিঠের নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁদেরকেই শঙ্করাচার্য হিসেবে হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনে করে সারা পৃথিবীর হিন্দুরা। এই জ্যোর্তিপিঠের প্রধানদের শিবির এই মহা কুম্ভের পুন্যার্থী দের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরীর মঠটির নাম গোবর্ধনপীঠ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে এই মঠ তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই মঠের প্রধান হলেন শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। দেশের দক্ষিণ প্রান্তে আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠটির নাম শ্রীসারদাপীঠ। দক্ষিণে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য কর্নাটকের শৃঙ্গেরীকে উপযুক্ত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শঙ্কর। বর্তমানে শঙ্করের দক্ষিণ মঠ বা শৃঙ্গেরী মঠের প্রধানের নাম শঙ্করাচার্য। আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম মঠের নাম দ্বারকা সারদাপীঠ। গুজরাতের দ্বারকা জেলায় ওই মঠটি স্থাপন করা হয়েছিল। ওই মঠের বর্তমান প্রধানের নাম শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী। দেশের উত্তর প্রান্তে আদি শঙ্কর যে মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম জ্যোতির্পীঠ। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশীমঠে ওই মঠ রয়েছে। বর্তমান প্রধান হলেন শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। এবারের মহা কুম্ভের সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধপুরুষ তিনিই। সাধারণ মানুষের জন্য অপ্রতুল পরিকাঠামো এর জন্য যে প্রাণহানি হয়, তার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগ চেয়ে বিজেপি সমর্থকদের একাংশের বিষনজরে তিনি।

আদি শঙ্করাচার্য হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকে শোষণ ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে পেরে তিনি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন - বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র শাখা। এই আখড়াগুলি মন্দির, মঠ এবং ভক্তদের বহিরাগত হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য গঠিত হয়েছিল এবং তাদের সশস্ত্র শিষ্যরা ছিল যারা যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। শঙ্করাচার্য বুঝতে পারেন কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনই যথেষ্ট নয়; শারীরিক শক্তি এবং যুদ্ধ দক্ষতাও সমানভাবে অপরিহার্য। তিনি তরুণ তপস্বীদের শারীরিক শক্তি তৈরি করতে এবং অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হতে উৎসাহিত করেন। এই আখাড়াগুলি যা কেবল কুস্তির মতো শারীরিক শাখায় প্রশিক্ষণই দিত না, বরং প্রয়োজনে সশস্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য তপস্বীদেরও প্রস্তুত করত। সময়ের সাথে সাথে, ভারত জুড়ে অনেক আখাড়া অস্তিত্ব লাভ করে। শঙ্করাচার্যের জ্ঞান কেবল মন্দির, মঠ এবং ভক্তদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে আখড়াদের দায়িত্ব দেন। বিদেশী আক্রমণের সময়, এই আখড়াগুলি পবিত্র স্থানগুলি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে যেখানে ৪০,০০০ এরও বেশি নাগা যোদ্ধা মথুরা-বৃন্দাবন এবং গোকুল আক্রমণকারী আহমদ শাহ আবদালির মতো আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে স্থানীয় রাজাদের সাহায্য করেছিলেন।

বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা নিয়ে হিন্দু ধর্ম সংস্কারের অভাবে গতি হারায়। এরকম এক মুহূর্তে আদি শঙ্কর আবির্ভূত হন। অষ্টম শতাব্দীতে, যখন বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মের আবির্ভাব এবং আধিপত্যের কারণে হিন্দুধর্ম তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল, তখন দক্ষিণ ভারতের জন্ম নেয়া একজন সাধক, যার বেঁধে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং যিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অনেক রাজাকে আবার পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন সেই সাধক এবং ধর্মীয় সংস্কারক, শঙ্করাচার্য, সাধারণ জনগণের মধ্যে কুম্ভকে একটি ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কুম্ভের অমৃত স্নান করে পুণ্য অর্জন করার অধিকার দেন। আসলে সবাইকে নিয়ে তিনি সফলভাবে কুম্ভমেলাকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রবণতা সম্পন্ন মানুষের মিলনস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, ও হিন্দু ধর্মকে নতুন পথে গতিশীল করেন। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতি বছর আরও বেশি সংখ্যক মানুষ মেলায় যোগ দিতে শুরু করে।

চৈনিক পরিব্রাজক থেকে ইংরেজ কবি সকলেই বিভিন্ন সময়ে কুম্ভে উপস্থিত হয়ে এই অবাক মানুষের উপস্থিতি এবং তাদের ভক্তি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এই কুম্ভকে সফলভাবে রূপায়ণ করে বর্তমান রূপ দেয়ার অন্যতম কারিগর কিন্তু ইংরেজরা। দিনের শেষে বিভিন্ন আলোচনা এবং মঠ গুলোর থেকে বিভিন্ন মতামত আসলে ভারতের বহুত্ববাদেরই পরিচয় দেয়। আরে মতামত গুলো প্রধানের জন্য ধর্মসভার আয়োজন করে শঙ্করাচার্যেরা। তাদের মঠগুলি থেকে ধর্ম সংসদ বসিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেয় শিবিরগুলো। আবার অমৃত স্নানের দিনে নিজস্ব বাহনে নিজস্ব প্রতীক সহ শঙ্করাচার্যদের স্নানযাত্রা সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রয়াগরাজের কুম্ভ মেলায় তাদের বিভিন্ন মুহূর্তগুলি ছোট ছোট রিলের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিয়ে সারাদেশে অন্যতম ট্রেন্ডিং কিন্তু এই শঙ্করাচার্য রাই।

এবারের মহাকুম্ভে সর্বপ্রথম তিনজন শঙ্করাচার্য উপস্থিত হয়ে, নিজেদের মধ্যে মঞ্চ ভাগ করে নিয়ে ধর্মসভা করেন। তাদের তিনজনের উপস্থিতিতে এই ধর্ম সংসদকে পরম ধর্ম সংসদ বলে ঘোষণা করা হয় এবারের মহা কুম্ভের। এই ধর্মসভা থেকে তারা ধর্ম উপদেশ জারি করে গরুকে জাতির মা হিসেবে ঘোষণা করার দাবী রাখেন। এছাড়াও জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সনাতন সংস্কৃতি সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন তাদের ধর্মাদেশে। দেশজুড়ে সংস্কৃতিক শিক্ষায় জোর দেওয়ার জন্য বাজেট বৃদ্ধি, নদী রক্ষা সহ মোট ২৭ দফা বিবৃতি জারি করা হয়েছিল এই ধর্ম সভা থেকে। রাহুল গান্ধীকে হিন্দু ধর্ম থেকে বহিষ্কার নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য এবং গরু জবাইয়ের সাথে যারা যুক্ত থাকবে তাদের হিন্দু বলে মনে করা হবে না প্রয়োজনে হিন্দু ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হবে, এই ধর্ম সংসদ থেকে জারি করা হয় এই বিবৃতি। গরু হত্যা কে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবেও ঘোষণা করার আবেদন জানান মহা কুম্ভের ভিভিআইপিরা এবারের সঙ্গমের আগে জমি বন্টন নিয়ে আবার কখনো শঙ্করমঠ স্থাপন নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের পরও, হাতে গেরুয়া পতাকা সহ কাষ্ঠ দণ্ড, মাথায় ছাতা এবং পালকিতে যাতায়াত করে বা সবসময় সিংহাসনে পাদুকা সহ উপবিষ্ট সকল শঙ্করাচার্যই উপস্থিত হবেন মহা কুম্ভে। এই সন্ন্যাসীরাই আসলে আমাদের হিন্দু ধর্মের প্রধান রক্ষাকারী, তাঁরাই শঙ্করাচার্য, তাঁরাই কখনো রাম মন্দিরের উদ্বোধনের জৌলুস কে তাদের অনুপস্থিতিতে ম্লান করে দেন। আবার হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে ধর্মাদেশ জারি করেন সব মিলিয়ে মহাকুম্ভে তারা এবং তাদের অনুসারী সন্ন্যাসীরাই ও এই শিবির গুলি কোটি কোটি মানুষের গন্তব্য।

এই শঙ্করাচার্যরাই কুম্ভের প্রান্তরে একত্রিত হয়ে নিজেদের জমি বন্টন নিয়ে মহাকুম্ভ থেকে সরিয়ে নেয়ার বিবৃতি দেন, আবার আখড়া পরিষদ ভুল ভাবে অন্য আখড়া কে প্রথম শাহী স্নানের অধিকার দিলে তার বিরোধিতা করে আখড়ার অধিকার রক্ষিত রাখেন, আবার কখনো সরাসরি মহাকুম্ভ থেকে ওই রাজ্যেরই শাসকের পদত্যাগের দাবি করে সরকারের রোষ নজরে পড়ার পরেও নিজেদের ক্যারিশমাতে অটল থেকে মহাকুম্ভের অমৃতস্নানের কাল শেষ করে নিজের মঠের দিকে প্রস্থান করার মত সাহসের পরিচয় দিয়ে এই মহা কুম্ভের সবচেয়ে বড় ভিভিআইপি হিসেবে যুগ যুগ ধরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে আসছেন শঙ্করাচার্যরা।

মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ধানবাদে পথ দুর্ঘটনায় আরামবাগের মৃত ছয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উত্তরপ্রদেশের মহাকুম্ভ মেলা যাওয়ার পথে ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ছ'জনে। এই ছয়জনের মধ্যে রয়েছে দুইটি শিশু। মর্মান্তিক ঘটনায় আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের সাতবেড়িয়া গ্রামের সাহা পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে, এই গ্রামের বাসিন্দা সরূপ সাহা তার পরিবার সহ আত্মীয়দের নিয়ে দুটি গাড়িতে করে কুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন।এরপর রাত্রি দেড়টা নাগাদ ধানবাদের রায়গঞ্জের রাস্তার পাশে পার্কিং করা একটি ট্রাকের পিছনে তাদের স্কোরপিও গাড়িটি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গাড়ির চালকের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। স্বরূপ সাহার স্ত্রী পিয়ালী সাহা, শালক প্রণব সাহা সহ প্রনব সাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পাশাপাশি স্বরূপ সাহা সহ পাঁচজন জখম হয়েছে। তাদেরকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন প্রনব সাহার ছেলে ও মেয়ে মারা যায়।

জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম পিয়ালী সাহা, চৈতালি সাহা, প্রণব সাহা গাড়ি চালক সেখ রজব আলী, চালকের বাড়ি গোঘাটের ভাদুড়ে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও এই দুর্ঘটনায় দু'জন শিশুর চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়। কুম্ভ যাওয়ার পথে শুক্রবার রাতে তাদের শেষ কথা হয়েছিল পরিবারের সঙ্গে। মর্মান্তিক ঘটনার খবর ধানবাদ থেকে পুলিশ ফোন করে জানায় মৃতের পরিবারকে। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের এক কাকার ছেলে দেবনীল সাহা জানান, 'আমি রাতে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে চারটের সময় আমাদের বাড়িতে কল আসে ধানবাদ পুলিশ স্টেশন থেকে। সেখান থেকে বাবাকে কল করে জানানো হয় গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। আমাদের বাড়ির চারজন ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছে। চারজন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি আছে। খবর পেয়ে বাবারা ধানবাদ গিয়েছে। দুটো গাড়িতে ১৮ জন যাচ্ছিল। এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধান সহ জন প্রতিনিধিরা।'

প্রয়াগরাজের পথে দুর্ঘটনায় গড়বেতার ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: প্রয়াগরাজে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার নলপা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, নলপা এলাকার প্রণব সাহা তার স্ত্রী শ্যামলী সাহা ও তাদের দুই সন্তান সহ হুগলি জেলার গোঘাটের বাসিন্দা শালী পিয়ালী সাহা ও চালক শেখ রাজন আলিকে নিয়ে শুক্রবার সকালে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাদের গাড়িটি ধানবাদের কাছে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্বামী-স্ত্রী প্রণব সাহা, শ্যামলী সাহা, শালী পিয়ালী সাহা ও চালক শেখ রাজন আলির। গুরুতর আহত দুই সন্তান ধানবাদের জিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার সকালে এই খবর গড়বেতায় এফএফ পৌঁছলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়বেতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আইসিডিএসে চাকরির প্রতিশ্রুতিতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অণ্ডাল মহিলা তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: কিছুদিন আগেই একটা সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন দলের কেউ অন্যায় করলে তার দায় দল নেবে না এবং দল তাকে রেয়াত ও করবে না। অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তৃণমূল সুপ্রিমোর এই কড়া বার্তার পরেও এক মহিলাকে আইসিডিএসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল অণ্ডাল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী সুজাতা বসু সরকারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন। টাকা দেওয়ার নেওয়া নিয়ে মহিলার সাথে তৃণমূল নেত্রীর কথোপকথনের কয়েকটি অডিও ভাইরাল হাওয়ায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

জানা যায়, অণ্ডাল ব্লকের মদনপুর গ্রামের বাসিন্দা মধুমিতা মুখার্জি নামে এক মহিলাকে আইসিডিএসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন সুজাতা দেবী। কাজের জন্য টাকা দিতে হবে বলে ওই মহিলাকে জানান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী। মহিলা কথামতো টাকাও দেন সুজাতা দেবীকে। কিন্তু টাকা দিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। নিজের ও ভাইয়ের বউয়ের কাজের জন্য সুজাতা দেবীকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কাজ না হওয়ায় ৫০,০০০ টাকা ফেরত দিলেও বাকি টাকা ফেরত দেয়নি বলে অভিযোগ করেন ওই মহিলা।

মহিলার স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় তৃণমূলের উখড়া অঞ্চল সভাপতি তথা উখড়া পঞ্চায়েত উপপ্রধান শরণ সাইগলের কাছে সুজাতা দেবীর নামে লিখিত অভিযোগ জানান। শরণবাবু বলেন, 'এরকম একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি দলের ব্লক সভাপতি ও জেলা সভাপতিকে তিনি জানাব।'

শনিবার পাণ্ডবেশ্বরে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের একাংশ এই বিষয়ে সুজাতা দেবীকে প্রশ্ন করলে, কিছুই জানি না বলে বিষয়টা তিনি এড়িয়ে যান। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী বলেন বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। অন্যায় করলে ব্যবস্থা হবে, দল সর্বদা সত্যের পক্ষে আছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি শ্রীদীপ চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূলের উচ্চস্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত নেতা নেত্রীরা এরকম বহু প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত চাকরি দেবার নাম করে প্রতারণা এটা নতুন নয়। তৃণমূলের কাছে। তিনি বলেন যারা শিক্ষিত বেকার যারা চাকরি পাওয়ার যোগ্য তারা আজ আন্দোলনরত অথচ টাকা নিয়ে অযোগ্যদের চাকরি দিচ্ছে তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, আজকের উখড়ার এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে যিনি টাকা দিয়েছিলেন তিনি অভিযোগ করেছেন বলে এরকম বহু ঘটনা আছে যেগুলো অভিযোগ না হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে আসে না। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান এবং পুলিশের কাছে আবেদন অনুরোধ করেন এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

চন্ডীতলা থানায় হাজির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

আইসির শরীরে মেলা গুলি সার্ভিস রিভলভারের নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্ডীতলা থানায় হাজির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম! এদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার বিশেষ বৈঠক হয় থানায়। টিমে আছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায়, চন্ডীতলার এসডিপিও তমাল সরকার, সার্কেল ইন্সপেক্টর সন্দীপ গাঙ্গুলি-সহ এক মহিলা পুলিশ অফিসার। এমনটাই খবর সূত্রের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়ন্ত পাল যেহেতু ইন্সপেক্টর ছিলেন তাই শৃঙ্খলার প্রশ্নে যা করার পুলিশ বিভাগই করবে। ঘটনার তদন্তে জয়ন্ত পালের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে। পাশাপাশি দোষ প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে তাঁকে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার রাতে হাওড়ার ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের কাছে গুলিবিদ্ধ হন চন্ডীতলা থানার ওসি। সেখানে একজন মহিলার উপস্থিতি ছিল। সেই মহিলা জয়ন্ত পালের পূর্ব পরিচিত বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জলঘোলাও হয় বিস্তর। যদিও ওই 'রহস্যময়ীর' পরিবারের সদস্যদের দাবি, জয়ন্তর তাঁদের মেয়ের কোনও পরিচিতিই ছিল না।

তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। চণ্ডীতলা থানার আইসি-র শরীর থেকে যে গুলি পাওয়া গিয়েছে, তা সার্ভিস রিভলবার থেকে বের হয়নি। উদ্ধার হয়েছে ৭এমএম গুলির খোল। একই সঙ্গে গাড়ি থেকে মদ, সেক্স টয়, কন্ডোমও পাওয়া যায় বলে খবর। মাঝরাতে নিজের জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় কেন গিয়েছিলেন, কোন কাজে গিয়েছিলেন তা নিয়ে বেড়েছে ধোঁয়াশা। একজন পুলিশ অফিসার নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য জেলায় গেলে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জয়ন্ত সেটা করেছিলেন কিনা তা দেখার পাশাপাশি যে পিস্তল থেকে গুলি চলেছে সেটার সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম, এমনটাই খবর সূত্রের। সূত্রের আরও খবর, শেষারে পানশালা চালান বড়বাবু। সেই পানশালায় যান অন্য জেলার বড়বাবুরাও।

লোক নাট্যের কর্মশালা সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শেষ হলো লোক নাট্যের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান। সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনব্যাপী চলা লোকনাট্যের কর্মশালায় উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে প্রায় ১৮০ জন লোকশিল্পী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারা যেমন গম্ভীরা, খন, বনবিবির পালা, ডোমনি, লেটো, পরিবেশন করেন। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান হওয়ায় খুশি শিল্পীরা। এই

ধরনের কর্মশালায় হওয়ার ফলে শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি বিভিন্ন লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও তৈরি হয়। কর্মশালার মাঝেই বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর মানব পুতুল নাচ বেহুলা লক্ষিন্দর পালা পরিবেশিত হয়।

শিবরাত্রি উপলক্ষে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে শান্তি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরের আসন্ন শিবরাত্রি পূজা উপলক্ষে জামুরিয়া থানার সভাকক্ষে একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয় শনিবার।

সবে সমাপ্ত হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ৩ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামী ২৬ তারিখ শিবরাত্রি পূজা, জামুড়িয়া থানার বিভিন্ন পুজা কমিটি গুলিকে নির্দেশ দেওয়া যাতে সরকারি নির্দেশ মেনে পূজা কমিটিগুলি পুজা

পার করে এবং কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ। পুরো এলাকায় থাকবে পুলিশের নজরদারি।

উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়া থানার ইন্সপেক্টর সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ ঠাকুর, জামুড়িয়া ট্র্যাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ মণ্ডল, চুরুলিয়া ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুশোভন ব্যানার্জি, কেন্দা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক লক্ষীনারায়ণ দে, শ্রীপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মেহরাজ আনসারী প্রমুখ। এছাড়াও পুজো কমিটিগুলির পক্ষে প্রদীপ মুখার্জি, আব্দুল হাউস, সুস্মিতা বাউরি, মুস্তাফিজ হাসান, ঘনশ্যাম জয়শবাল, অনিমেষ ব্যানার্জি,যেমুন রসিদ রা উপস্থিত ছিলেন।

হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির কন্যাকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। আজ অনিতা সোরেন নামের ওই শিশুকন্যাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায় বছর এগারোর এক কন্যাকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে এলাকায় মোতায়েন থাকা পুলিশের সন্দেহ হয়। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশ বুঝতে পারে কন্যাটি মূক ও বধির। এরপরই কোতুলপুর থানার পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়। শুরু হয় ওই কন্যার

পরিবারের খোঁজ। বিভিন্ন থানায় মেসেজ পাঠানো হয়। পরে জানা যায় ওই কন্যার নাম অনিতা সোরেন। বাড়ি বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার খামমনি গ্রামে। বিষয়টি পরিবারকে জানানো হলে শনিবার পরিবারের লোকজন কোতুলপুর থানায় ছুটে আসেন। পরে কোতুলপুর থানার পুলিশ মূক ও বধির কন্যাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের সহযোগিতায় এভাবে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির কন্যাকে ফিরে পেয়ে খুশি পরিবার।

মিনাখাঁয় দুর্ঘটনায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: মিনাখাঁ বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত তিনজনের। জখম হয়েছেন কুড়িজনের বেশি। শনিবার ভর সন্ধেয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়ের মিনাখাঁর জয়গ্রাম মোড়ের কাছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী একটি বাস মালঞ্চের দিক থেকে মিনাখাঁর দিকে যাচ্ছিল। জয়গ্রাম মোড়ের কাছে হঠাৎ করে একটি মোটর বাইক রাস্তার ওপরে উঠে যায়। ওই বাইকারকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনায় পুরো দোকানটি ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। দোকানের ভিতরে থাকা এক মহিলা সহ তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শী দোকানদার রতন দাস বলেন, 'তখন সবে সন্ধে হয়েছে। ব্যস্ত রাস্তায় অনেক যানবাহন চলাচল করে। আচমকা একটি মোটর বাইক রাস্তার ওপরে উঠে আসে। ওই মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসটি দোকানে ঢুকে যায়। দোকানে বসে থাকা কয়েকজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

বসিরহাটের পুলিশ সুপার মেহেদি রহমান হোসেন বলেন, রাস্তার ওপর একটি মোটর বাইক আচমকা চলে আসে। ওই মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে বাসের চালক রাস্তার পাশের একটি দোকানে ঢুকে যায়। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কয়েকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। জরুরিকালীন ভিত্তিতে আহতদের চিকিৎসা চলছে।'

থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া দলের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তালডাংরা মণ্ডল-৩ সভাপতি আলোক মহান্তীর ওপর পুলিশি হামলার অভিযোগ তুলে সিমলাপাল থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির। দলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীলরুদ্র মণ্ডল 'নিগৃহিত' মণ্ডল সভাপতি আলোক মহান্তীর উপস্থিতিতে সিমলাপাল ইন্দিরা স্ট্যাচুর সামনে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জড়ো হন। পরে মিছিল করে তারা থানার সামনে পৌঁছলে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতৃত্ব।

উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গত বৃহস্পতিবার সিমলাপাল স্কুল মোড়ে দলের এক কর্মসূচিতে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ মণ্ডল সভাপতি আলোক মহান্তীকে নিগ্রহ করে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। উপস্থিত বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীলরুদ্র মণ্ডল মহাকুম্ভ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'সিমলাপালে দলীয় কর্মসূচিতে আমাদের কর্মকর্তাদের ওপর পুলিশ যে ভাবে শারিরীক নিগ্রহ করেছে তারই প্রতিবাদে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' এমনকি পুলিশ 'দলদাসে' পরিণত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

১০ উপভোক্তাকে সরকারি জমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের বোঁয়াই এলাকায় একাধিক উপভোক্তা টাকা পাওয়ার পরেও নিজস্ব জায়গা না থাকায় বাড়ি নির্মাণ করতে না পারায় ১০ জন উপভোক্তাকে চিহ্নিত করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সরকারি জমি। খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় নথি তুলে দেওয়া হবে বলে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জানিয়েছেন। সরকারি জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হয় ১০ জন উপভোক্তাকে যাতে তারা প্রাথমিক পর্বের বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করতে পারেন। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, ভূমি রাজস্ব আধিকারিক

উপস্থিত ছিলেন এদিন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের তরফ থেকে জায়গা পেয়ে খুশি উপভোক্তারা। যাতে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে।

চলন্ত ট্রেনে খুলল ইঞ্জিনের ব্যাটারি, যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ফের ট্রেন দূর্ঘটনার জেরে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রেনের যাত্রীরা। শনিবার অল্পের জন্য রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল যাত্রীরা। কোনও রকমে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল নিউ জলপাইগুড়ি-চেন্নাই এক্সপ্রেস।

জানা গিয়েছে, ওড়িশার সাবিরা হল্টের কাছে ইঞ্জিনের ব্যাটারি, মোটর সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ খুলে যায়। ওড়িশার বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনার ক্ষত এখনও তাজা। তারপরেও ট্রেন দুর্ঘটনার খবর আসে একের পর এক। এবার বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলো নিউ জলপাইগুড়ি-চেন্নাই এক্সপ্রেস। শনিবার দুপুরে ট্রেনটি যখন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চেন্নাইয়ের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় ওড়িশার একটি স্টেশনে আপলাইনে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনের ব্যাটারি খুলে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি। তাই ঘণ্টা দুয়েক ধরে আপলাইনে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি।

রেল সূত্রে খবর, লোকো ইঞ্জিনে ব্যাটারি লাগাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। মেরামতের পরই ট্রেন আবার রওনা দেবে। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে খবর, এদিন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চেন্নাই যাওয়ার পথে বালাসোর লাগোয়া সোরো এবং মারকোনার মাঝে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রেনের লোকো পাইলট বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন। তবে গাড়ির গতি যথেষ্ট ছিল বলে দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মনে করা হচ্ছে, যেভাবে ইঞ্জিনের নীচের একাংশ খুলে গিয়েছিল তাতে লাইনচ্যুত হয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। ২০২২ এর জানুয়ারিতে ময়নাগুড়িতে এভাবেই লাইনচ্যুত হয় বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা। মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজনের।

হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে ফাটল দেখা যায়। হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা যায় শুক্রবার। ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। হতাহতের কোনও খবর নেই। বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে খবর, বেলমুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় লাইনে ফাটল দেখা যায়। ১২৫০৯ আপ বেঙ্গালুরু গুয়াহাটি এক্সপ্রেস হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন দিয়ে যাওয়ার সময় বেলমুড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি বিকট শব্দ হয়। তারপরেই ট্রেনটি ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গেট ম্যান গিয়ে দেখেন লাইনে ফাটল রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেলকর্মীরা পৌঁছে ফাটল মেরামতি কাজ শুরু করেন। এক ঘণ্টা পর এক্সপ্রেস ট্রেনটি পুনরায় গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়।

কাঁকসার বাঁশকোপার বাসিন্দা পান্নালাল ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি তার পরিবারের সাথে ও গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে দুর্গাপুর থেকে সকাল ৭টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি চেন্নাই এক্সপ্রেস ধরেন। খড়গপুর পার করে দ্রুত গতিতে ওড়িশা ঢোকার পরেই ট্রেনটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। ভয়ে সকল যাত্রীরা ট্রেন থেকে নিচে নেমে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। এর পরে যাত্রীরা জানতে পারে ইঞ্জিন থেকে মোটর, ব্যাটারি সহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ খুলে গিয়েছে। অগত্যা তাদের ট্রেনের বাইরেই সময় কাটাতে হয়। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলেও রেলের কোনও আধিকারিক তাদের কোনো সহযোগিতা করেননি। না কোনও জলের না খাবারের ব্যবস্থা তারা করে। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মেরামতের কাজ শুরু হয় এবং রাত ৮টা নাগাদ ট্রেন ফের চলতে শুরু করে। তাঁর কথায় ও অন্যান্য যাত্রীদের কথায় এই ভাবে রেলের দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ নিশ্চিন্তে কী ভাবে যাত্রা করবে। রেলের একের পর এক দুর্ঘটনা রেলের গাফিলতির বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়ে রেল দপ্তর কিছুই ভাবছে না।

TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজি. অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন : (০৩৩) ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০১৯০৮২৩
ইমেল : corp@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে), সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট জেনারেল সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত মতে) এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) অনুযায়ী টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডের (কোম্পানি) ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি **শনিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং ই-ভোটিং তথ্য প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত আছে **শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** (''কাট অফ ডেট'') অনুযায়ী। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.titagarh.in** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলির প্রাসঙ্গিক বিভাগেও পাওয়া যায়, যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

১. পরিচালনা পর্ষদ ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানের জন্য এনএসডিএলকে নিযুক্ত করেছে।
২. কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটের অধিকার স্বীকৃত হবে। শুধুমাত্র সেই সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
৩. ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২

কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম শাহাদাত শেখ। আটক করা হয়েছে আরও চারজনকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক ফেরি করতে বিহারের পূর্ণিয়া ও কাটিহারে যেত। বাড়ির সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ ছিল না।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে,বিগত কয়েক বছর ধরে ধৃত শাহাদাত শেখের বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।তবে কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরীকে যে এভাবে সে ফোনে হুমকি দিতে পারে সেটা কেউ ভাবতে পারেনি। বিহারের কোনও গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল সাহাদাত শেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুবাবুকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগের পর শুক্রবারই প্রথমে তিনজনকে কালিয়াচক থানার ডাঙ্গা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর আরও একজনকে ওই এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং মোবাইল সূত্র ধরেই মূল কান্ডারী শাহাদাত শেখের নাম জানতে পারে পুলিশ। এদিন গভীর রাতে শাহাদাত শেখ কলকাতা থেকে মালদায় ফিরেছিল। তারপরই গোপনে অভিযান চালিয়েই ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতার কোনও একটি সিম থেকেই এই খুনের হুমকি দেওয়া ফোনটি করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে যখন ফোন করা হয়, তখন শাহাদাত শেখের অবস্থান ছিল কলকাতাতে। কি জন্য সে কলকাতা থেকেই মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানকে খুনের হুমকি দিল সে ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত বুধবার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে কুড়ি লক্ষ টাকার দাবি করে খুনের হুমকি দিয়ে প্রথমে একটি তার মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হয়। এরপর শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চেয়ারম্যানকে ফ্যামিলি সহ খুনের হুমকি এবং কুড়ি লক্ষ টাকার দাবি করা হয়। সেই মোবাইলের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেই এই ঘটনার মূল্য অভিযুক্ত শাহাদাত শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শাহাদাত শেখ বিগত দিনে জমি জায়গার দালালি করতো। সেই ব্যবসায় প্রচুর লোকসান হয়। এরপর এলাকার কিছু মানুষের কাছে সুদে মোটা টাকা ধার নেই। সেই টাকা না দিতে পেরে এই বাড়ির লোকেদের সাথে অশান্তি করে গত এক বছর আগে এলাকা থেকে চলে যায় সে। মাঝেমধ্যে বিহারে ফেরি করতে যেত সে। আর এরপরই শর্টকাটে টাকা তোলার ফাঁদ পাততেই চেয়ারম্যানকে হুমকি দেওয়ার ঘটনাটি ঘটায়। তবে বিহারে যাতায়াতের সুবাদে সেখানকার দুষ্কৃতীদের সঙ্গেও যোগাযোগ তৈরি করে ধৃত শাহাদাত শেখ।

শনিবার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তিনি ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় গিয়েছেন বলে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, একজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি আরও চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

বিজেপি পার্টি অফিসে পোস্টার ও তালা কর্মীদেরই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: দুর্নীতির অভিযোগে এবার তালা পড়ল বিজেপি পার্টি অফিসে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে মন্ডল সভাপতির পদ পাইয়ে দিয়েছে বিজেপির জেলা সভাপতি। সেই মর্মে রীতিমতো পোস্টার লাগিয়ে বিজেপি কার্যালয়ে তালা ঝোলালে বিজেপি কর্মীরাই। বিজেপির বসিরহাট জেলার সভাপতি তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে আগেই অভিযোগ উঠেছিল পার্টি অফিস করবে বলে মালপত্র নিজে নিজের বাড়ির কাজ করানোর। এবার তাঁর নামে বিজেপি কার্যালয়ে পোস্টার পড়ল টাকার বিনিময়ে বাদুড়িয়া পুর মণ্ডলের সভাপতি পদ পাইয়ে দেওয়ার। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি গোষ্ঠীকোন্দল আবারও প্রকাশ্যে আসার অভিযোগ।

অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষ টাকার বিনিময়ে বাদুড়িয়ায় বিশ্বজিৎ পালকে (ছোট) পুর মণ্ডল সভাপতি নিযুক্ত করেছে, তাই বিজেপির কর্মীবৃন্দ পার্টি অফিসের তালা মারল। পোস্টারের নিচে লেখা সৌজন্যে, বাদুড়িয়া বিধানসভা বিজেপি কর্মীবৃন্দ। গত১৬/০২/২০২৫ তারিখে বিভিন্ন ব্লকে নতুন মণ্ডল সভাপতি নিযুক্ত হয়েছে। তেমনই বাদুড়িয়াতেও পুর মণ্ডল সভাপতি হয়েছে বিশ্বজিৎ পাল (ছোট)। কিন্তু এই বিশ্বজিৎ পালকে বিজেপির অন্য কর্মী সমর্থকরা মেনে নিতে পারছেন না, তাই জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার ও তালা মারল পার্টি অফিসে রাতের অন্ধকারে।

এই বিষয়ে বসিরহাটের তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি বলেন, বিজেপির বাংলায় কোন জায়গা নেই, ওদের মধ্যে কে নেতা হবে সেই নিয়ে ওদের মধ্যে লড়াই চলে। এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই ।

সুফল বাংলায় আলু বিক্রি, চাষিদের থেকে বাজার দরের বেশি দামে কিনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানন্দপুরে কৃষকদের বিঘার পর বিঘা আলু জমি জলের তলায়। কারণ একদিকে নিম্নচাপের বৃষ্টি অন্যদিকে ডিভিসির খামখেয়ালিপনায় সেচ ক্যানেল উপচে কৃষকদের আলু জমি প্লাবিত হয়েছিল। বিঘার পর বিঘা আলুর জমি জলের তলায় চলে যায়। চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন কৃষকরা। সেই খবর দেখানোর পর তৎপরতা শুরু হয় জেলা প্রশাসনের। শুক্রবার বিকেলেই কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন কৃষি আধিকারিকরা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের সমস্ত আলু কিনবেন সরকার। সেই মতো বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন কৃষকদের কাছ থেকে বাজারের থেকে অনেক বেশি দরে আলু কিনতে শুরু করল। যেখানে

বর্তমানে বেসরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ফোরেরা আলু কিনছে কেজি প্রতি ৫ টাকা করে, সেখানে এই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছ থেকে সরকার আলু কিনছে দশ টাকা প্রতি কেজি। স্বাভাবিক ভাবে কৃষকরাও মনে করছেন সরকার তাদের উৎপাদিত আলু কিনে নেওয়ায় তারা অনেকটাই উপকৃত হবেন। তারা যে ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন সেটা থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবেন তারা। সরকার কেনার পর এই আলু বিক্রি করা হবে সরকারি সুফল বাংলা স্টলে।

পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তৃণমূলের ঝান্ডার ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

বিজেপির চক্রান্ত, দাবি পঞ্চায়েত উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বারান্দায় পরে রয়েছে তৃণমূলের ঝান্ডা। শনিবার সকালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের গ্রিলে রয়েছে তালা বন্ধ। তালা বন্ধ দরজার সামনে তৃণমূলের পতাকা পড়ে টাকার সেই ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিজেপি নেতা আনন্দ কুমার। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আনন্দ কুমারের অভিযোগ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দলীয় বৈঠক হয়। আজ সেটা ধরা পড়ে গিয়েছে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আগামী দিনে তাঁরা এই বিষয়ে আন্দোলন করবেন।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের পালটা জবাবে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক বলেন, বিজেপি চক্রান্ত করে পঞ্চায়েতের বদনাম রটাতে এই কাজ করেছে। এর আগেও নানান ভাবে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল। যেখানে পঞ্চায়েতের বারান্দায় তালা দেওয়া রয়েছে তার বাইরে যে কেউ দলীয় পতাকা রেখে ছবি তুলে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বদনাম রটাতে পারে। ফলে গোটাটাই বিজেপির চক্রান্ত। নিজেরাই রাখে নিজেরাই ছবি তুলে বদনাম রটায়।

শনিবার সকালে পঞ্চায়েতের কর্মীরা পঞ্চায়েত দপ্তর খুলতে এসে কিছুই দেখতে পায়নি। ফলে বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপশি তাদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় এই বিষয়ে তাঁরা দলকে জানাবেন ও প্রশাসনের কাছেও এই বিষয়ে অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলা বন্ধে যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বেআইনি ভাবে বালি মজুত ও নদী থেকে বালি তোলা বন্ধ করতে তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করল আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার পুলিশ ও ভুমি ও ভুমি সংস্কার দপ্তর। শনিবার তারা খানাকুলের মাড়োখানা এলাকার রুপনারায়ণ নদী ও মুন্ডেশ্বরী নদী বাঁধ এলাকায় অভিযান চালায়। বেশ কিন্তু মজুত করা বালি উদ্ধার হয়।

জানা গিয়েছে, খানাকুল থানার মাড়োখানা এলাকা ভৌগোলিক দিক থেকে নদী বেষ্ঠিত এবং তিন জেলার সীমান্ত এলাকা। যেখানে রূপনারায়ণ নদী ও মুন্ডেশরী নদী একত্রিত হয়েছে সেখানে এক প্রান্তে রয়েছে হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, ওপর প্রান্তে রয়েছে হুগলি জেলা। এইরকম একটা জায়গায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অধীনস্থ খানাকুল থানার পুলিশ এবং খানাকুল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর উভয়ের যৌথ উদ্যোগে উক্ত নদীগর্ভ এলাকায় দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালায়। তবে হাওড়া জেলার বর্ডারে বেশ কিছু জায়গায় অবৈধ বালি মজুত করা হচ্ছে এবং নৌকা করে বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এদিন ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু বালি বস্তা বাজেয়াপ্ত হয়।

তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, ওই বাজেয়াপ্ত বালি গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু মানুষ যারা সরকারি ভাবে আবাস যোজনা আওতায় রয়েছেন এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করেন তারা অনেক সময় তাদের এই ঘর তৈরির ব্যবহারে বালি সংগ্রহ করছে। এই বিষয়ে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের ভুমি ও ভুমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক তপন কুমার হালদার জানান খানাকুল ২ নং এলাকায় জুড়ে কোনো অবৈধ বালি পাচার খবর আজ অবধি নেই। পাচারের অভিযোগ আজ অবধি তাদের কাছে আসেনি। অভিযোগ জমা পড়লে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিন স্থানীয় সূত্রে খবর, পেয়ে যৌথ অভিযান করা হয়। এই ধরনের অভিযান চলবে। সবমিলিয়ে ২০২৪ সালে বন্যা হওয়ায় নদীতে বহু বালি জমা হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন।

তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ অর্পিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মহিলা কর্মীদের আরও সক্রিয় হতে হবে, মাসে অন্তত একবার প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে জনসংযোগ বাড়াতে হবে বলে বার্তা দিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভানেত্রী অর্পিতা ঘোষ। শনিবার পাণ্ডবেশ্বরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনে এই বার্তা দেন তিনি। সম্মেলনটি হয় পাণ্ডবেশ্বর এর অজয় নদী সংলগ্ন পঞ্চপান্ডব মন্দির এলাকায়।

অনুষ্ঠানে অর্পিতা দেবী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ চুমকি মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলার প্রতিটি ব্লকের সভাপতি সহ কর্মী সমর্থকরা। নরেন্দ্রনাথ বাবু বলেন মহিলারা হল দলের শক্তি। প্রতিটি নির্বাচনে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দলের প্রতিটি বার্তা তৃণমূল স্তরে তারা ছড়িয়ে দেয়। ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটেও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের একই ভূমিকায় দেখা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অর্পিতা দেবী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী যিনি মহিলাদের সশক্তিকরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাবলম্বী করতে মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প চালু করেছেন তিনি । যার সুফল বাংলার প্রতিটি ঘরে মহিলারা পাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্পগুলি আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। ২০২৬ এ বিধানসভা ভোট, তাই এখন থেকেই মহিলা কর্মীদের ময়দানে নামতে হবে। নিবিড় জনসম্পর্ক গড়তে মাসে অন্তত একবার করে এলাকার প্রতিটি বাড়িতে দলের মহিলা কর্মীদের যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

চন্দননগর বিধানসভা উৎসব ২০২৫ উদ্বোধন ইন্দ্রনীল সেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর বিধানসভা উৎসব ২০২৫। চলবে ২ মার্চ পর্যন্ত। শেষে তিন দিন হবে যাত্রা উৎসব। এই উৎসব চলছে চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে। প্রদীপ জ্বালিয়ে শনিবার বিকালে উদ্বোধন করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তথা পর্যটন দপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি আবার চন্দননগরের বিধায়ক।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বললেন, এর আগেও এই উৎসব হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য অবাধ প্রবেশ শেষ তিন দিন হবে যাত্রা উৎসব প্রথম পাঁচ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। এই প্রথম এই উৎসবে ১৩০০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। নানান অনুষ্ঠান হবে এখানে রাজ্যের সব ব্লকের থেকে চন্দননগর অনেক এগিয়ে এই শহরের ঐতিহ্য আলাদা।

বক্তব্যের শুরুতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রতুল মুখার্জির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'চন্দননগরের ঐতিহ্য আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর এই অবদানের প্রধান কারিগর চন্দননগর কর্পোরেশনের সাফাই বিভাগের কর্মীরা ও কর্পোরেশনের অন্যান্য স্টাফেরা তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই উৎসবের পেছনে যাদের পরিশ্রম তাদের ধন্যবাদ জানাই। এখন থেকেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কথা দিচ্ছি আপনাদের আগামী নির্বাচনের আগেই চন্দননগরে একটা ভালো স্টেডিয়াম তৈরি হবে।'

উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী ছিলেন চেয়ারম্যান ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন কর্পোরেশনের সিআইসিরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ছিলেন ডেপুটি মেয়র চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে চন্দননগরের চারজন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে ল্যাপটপ দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করব, চন্দননগরের শিল্পীরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করবেন। শিল্পী ছাড়াও চন্দননগরের নাগরিকদের কাছে এটাই আশা করব।'

মায়ের বকুনিতে অভিমানে 'আত্মঘাতী' এক স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে 'আত্মঘাতী' এক স্কুল ছাত্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত কাদমা এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই নাবালিকা ছাত্রীর নাম সুস্মিতা বর্মন (১৪)। স্থানীয় একটি স্কুলে পড়াশোনা করত সে। এদিন সুস্মিতা গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে চাইলে তাঁর মা তাঁকে বাধা দেয়। মূলত বাড়িতে অনেক কাজ থাকায় সুস্মিতার মা তাঁকে গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে বারণ করেন। সুস্মিতা তা না শুনলে তাঁর মা থাকে বকুনি দেয়। এরপরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হবার পথ বেছে নেয় সে। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিবারের লোকেরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। অন্যদিকে, তপন থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

জয়ন্ত আইসির দায়িত্বে আসতেই মাটি মাফিয়া-রাজ, জুয়া-সাট্টার কারবার বৃদ্ধি

দাবি তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঁ হাতে গুলি খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসধীন চণ্ডীতলার অপসারিত আইসি জয়ন্ত পালের বিরুদ্ধে এবার গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ উঠে আসছে। পুলিশের বিরুদ্ধেই সরব এবার শাসকদলের নেতা। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি সুরজিৎ মণ্ডলের দাবি, জয়ন্ত আইসির দায়িত্বে আসার পর থেকেই মাটি মাফিয়া-রাজ যেমন বেড়েছিল, তেমনই বেড়েছিল জুয়া-সাট্টার কারবারিদের।

সুরজিৎ মণ্ডলের দাবি, মদ খেয়ে ডিউটি করতেন তিনি। কার্যত সব কিছুর ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন। একাধিক অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। চণ্ডীতলা থানাকে কলঙ্কিত করেছেন বলেও অভিযোগ। এলাকার কোনও সমস্যা নাকি কোনও দিন সমাধান করেননি। অভিযোগ জানাতে গেলেই দাবি করতেন টাকা। এমনই সব অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি।

সুরজিৎবাবু বলেন, 'আমি প্রথমে আরোগ্য কামনা করি। শুনেছি ওঁর স্ত্রী-ছোট ছেলে আছে। উনি চণ্ডীতলা থানায় আগেও ছিলেন। মাটি মাফিয়া, জমি হাঙরদের দৌরাত্ম্য বেড়েছিল। মানুষ প্রতিবাদ করলে হুমকি দিতেন। কেস দিয়ে দিতেন। মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করতেন। জনপ্রতিনিধিদের পাত্তা দিতেন না। আসলে পাপ বাপকেও ছাড়ল না। উনি সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে ভিলেজ পুলিশ, এমনকী দক্ষ অফিসারদের মদে আসক্ত করে

দিতেন। মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আসক্ত করেছেন। চরিত্র খারাপ করে দিতেন সকলের।'

তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষ চণ্ডীতলা থানায় যেতেন না। গেলেই পয়সা চাইতেন। কোনও কাজ করতেন না। উনি থাকাকালীন এটাই থানার চরিত্র হয়ে গিয়েছিল। এক সময় ভালো ভালো অফিসাররা চাকরি করে গিয়েছেন। তাঁরা মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছিলেন। জয়ন্তবাবুও দাগ কাটলেন মানুষের মনে। তবে কালো দাগ।'

পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানে 'হেমপ্রভা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা, ২০২৪' সেখ মাবুদ আলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে সেভ ট্রি, সেভ ওয়ার্ল্ডের সবুজ সৈনিক সেখ মাবুদ আলিকে আন্তর্জাতিক 'হেমপ্রভা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা, ২০২৪' প্রদান করল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক পরিষদ। সমাজসেবা বিভাগে এই বিশেষ সম্মাননায় তাঁকে মানপত্র, স্মারক এবং সাম্মানিক প্রদান করা হয়।

সেভ ট্রি, সেভ ওয়ার্ল্ড প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২০, ০০০-এরও বেশি গাছ রোপণ করে। বিশেষ করে বিলুপ্তপ্রায় গাছ সংরক্ষণে তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সম্প্রতি ডানকুনিতে ৪০টি লাল চন্দন গাছ রোপণ করা হয় এবং সেই গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন সেখ মাবুদ আলি।

সম্মাননা গ্রহণ করে সেখ মাবুদ আলি বলেন, 'এই পুরস্কার শুধু আমার একার নয়, সবার। পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আরও অনেকে এই কাজে এগিয়ে আসবেন।' পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সেখ মাবুদ আলি ছাড়াও 'হেমপ্রভা শিল্প -সাহিত্য - সংস্কৃতি সম্মাননা, ২০২৪' পেয়েছেন কথা সাহিত্যে শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য (ভারত), কবিতায় ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো দিয়াজ (চিলি) ও শ্রী সন্তোষ কুমার পোখারেল (নেপাল), এবং সঙ্গীতে শ্রীমতি সুকৃতি লাটু (ভারত)।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫,

রবিবার, কলকাতার বজ বজে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি ও লেখক সুধাংশুরঞ্জন সাহা, রেখা রায়, নমিতা দাশ, প্রদীপ গুপ্ত, সুবীররঞ্জন দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, দীপক মান্না, মৌসুমী সরকার, পুরমাতা স্নিগ্ধা মাইতি সহ সংস্কৃতি জগতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: বাইক ও ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হলেন দু'জনের। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা বাজারের কাছে টাকি রোডের ওপর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই ব্যক্তির নাম নাম মুণিরুল আরেফিন (৪০) এবং রাজা দাস (২১)। মৃতদের বাড়ি মাটিয়া থানার মাটিয়া গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে মোটরবাইকে করে টাকি রোড ধরে বেড়াচাঁপা থেকে বসিরহাটের দিকে যাচ্ছিলেন মুণিরুল ও রাজা। পথে বেড়াচাঁপার একটি সিনেমা হলের সামনে চারচাকা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইকের। প্রচণ্ড ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে দু'জনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। দু'জনকে উদ্ধার করে পুলিশ বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে মুণিরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ভোর চারটে নাগাদ রাজাকে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার বেলা সাড়ে নটা নাগাদ সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

গুসকরায় হনুমানের কাণ্ড!

হোটেলে ঢুকে সেলফি, অ্যান্ড্রয়েড ফোন নিয়ে চম্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল শনিবার দুপুরে। গুসকরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক হোটেলে ঢুকে পড়ে একটি হনুমান। সাধারণত হনুমানদের খাবারের প্রতি আগ্রহ দেখা গেলেও, এই হনুমানের মনোযোগ ছিল অন্যদিকে।

হোটেলে ঢুকে সে ভাত বা অন্য খাবার না খেয়ে খেতে শুরু করে মৌরি। হোটেল মালিকও হনুমানের অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বেশ মজাই পাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই ঘটে যায় চমকপ্রদ ঘটনা। হোটেল মালিকের সঙ্গে সেলফি

তোলার পরই আচমকা তাঁর হাতে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় হনুমান। ফোন ফেরত পেতে রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। মালিক সহ স্থানীয়রা হনুমানের পিছু ধাওয়া করেন, কিন্তু সে যেন পুরোপুরি খেলায় মেতে উঠেছে। একবার গাছে ওঠে, তো আবার লাফিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। ফোনের মালিক ও প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেক চেষ্টার পরও তাকে আটকাতে পারেননি। বাবা বাঁচা বলা থেকে খাবারের লোভ দেখানো পায়ে ধরা সব কিছুই হয়েছে তাতেও কোনও কাজ হয়নি।

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হনুমান নিজেই ফোন ফিরিয়ে দেয়। একসময় সে নিজের মন বদলায় এবং মালিকের দিকে ফোন রেখে গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। এমন বিরল ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে হাস্যরসের পরিবেশ তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে, হনুমানটি যেন পুরোদস্তুর এক 'স্মার্ট' চোরের মতো আচরণ করছিল, আর শেষমেশ নিজের ইচ্ছেতেই ফোন ফিরিয়ে দিল।

এই মজার ঘটনায় গুসকরা শহরের মানুষজন বেশ আনন্দ পেয়েছেন, আর এমন ঘটনা তাঁরা আগে কখনও দেখেননি বলেই দাবি করছেন। এই ঘটনার ভিডিও বা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে নিঃসন্দেহে আরও হাস্যরস তৈরি হবে।

আজ ভারত-পাক মহারণ

কত রান তুললে পাকিস্তানকে হারানো যাবে, জানিয়ে দিলেন শুভমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচে হেরেছে ঠিকই। তবে রবিবার মহারণে নামার আগে পড়শি দেশকে মোটেই ছোট করে দেখতে চায় না ভারত। তারা বাকি দেশগুলির মতোই গুরুত্ব দিয়ে দেখবে পাকিস্তানকে। ম্যাচের আগের দিন জানিয়ে দিলেন শুভমন গিল। পাশাপাশি কত রান তুললে ম্যাচ জেতা যাবে, সেটাও বলে রাখলেন।

সাম্প্রতিক কালে এক দিনের ফরম্যাটে পাকিস্তানকে শাসন করেছে ভারত। প্রথম ম্যাচে বাবর আজমেরা হারায় অনেকেই ধরে নিয়েছেন, ভারতের কাজ সহজ। তাই সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানকে নিয়ে বিশেষ প্রশ্নও করা হল না। যাবতীয় প্রশ্নই ভারতীয় দলকে নিয়ে।

তবু পাকিস্তানকে নিয়ে শুভমন বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান মানেই বিরাট একটা ম্যাচ। ফাইনাল হলে তো আরও বড়। আমরা ভাল খে

লছি। তার মানে পাকিস্তানকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই। এই ম্যাচ নিয়ে কি অত্যধিক মাতামাতি হচ্ছে? বিতর্ক এড়িয়ে শুভমনের জবাব, আমি জানি না। তবে এই লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলা দেখেন। মাতামাতি বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে সেটা আমি কী করে বলব?

দুবাইয়ের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে গিয়ে একটু হলেও সমস্যায় পড়েছিল ভারত। তাই পাকিস্তান ম্যাচে টসে জিতলে হয়তো আগে ব্যাট করতে পারে তারা। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে শুভমন বলেছেন, আসল কাজ হল পরিস্থিতি বোধা। প্রথম ম্যাচে ফিল্ডিং করতে পেরে সুবিধা হয়েছে। পিচ কেমন আচরণ করছে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। ব্যাটার হিসাবে পরিস্থিতি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভবিষ্যতেও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে চাই। তবে পিচের উপর সবটা নির্ভর করছে। এই উইকেটে ৩০০-৩২৫ রান ভাল স্কোর। গড় রান যা, তার থেকে বেশি তোলারই চেষ্টা করব। মাঝের দিকে ওভারে যারা ভাল খেলবে তারাই জিতবে।

বাংলাদেশকে হারাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে শুভমনের শতরান। ভারতীয় ওপেনার আপ্লুত শতরান করতে পেরে। বলেছেন, আমার খেলা অন্যতম তৃপ্তিদায়ক ইনিংস। অনেক চাপ ছিল। হেরে গেলে রবিবারের ম্যাচ মরণ-বাঁচন হয়ে দাঁড়াত। মাঝের দিকে আমাদের উপর চাপ ছিল। তবে লক্ষ্য বড় না হওয়ায় সমস্যা হয়নি। আমি চাই প্রতি ম্যাচেই রান করতে চাই।

সতীর্থ ওপেনার রোহিত শর্মার থেকে তাঁর খেলার ধরন আলাদা। তবে শুভমনের মতে, একে অপরের সঙ্গে বোঝাপড়াই তাঁদের সাফল্যের কারণ। বলেছেন, পাওয়ার প্লে-তে আমরা বাকিদের থেকে একটু আলাদা খেলি। রোহিত আকাশে বল খেলতে পছন্দ করে। আমি মাটিতে শট খেলি। এই বৈপরীত্যই আমাদের জুটির আসল বৈশিষ্ট্য। আমাদের শক্তি আলাদা। আমাদের সামনে বোলারেরা চায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বল রাখতে। আমরা আলাদা আলাদা ধরনের শট খেলে ওদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করি।

৫০ ওভারের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমে আসছে। গোটা দুনিয়াজুড়েই খেলা কমে গিয়েছে। কী ভাবে এই ফরম্যাটে সফল হতে হবে সেই রাস্তা দেখিয়েছেন শুভমন। তাঁর মতে, যে দল বেশি চাপ সামলাতে পারবে তারাই জিতবে। ৫০ ওভারের ফরম্যাট খেলতে নামলে মনে হয় হাতে খুব বেশি সময় নেই। আউট হলে মনে হয়, হাতে কত সময় ছিল। তাই স্কোরবোর্ডে চোখ রেখে সেই অনুযায়ী খেলতে হবে।

রবিবাসরীয় ম্যাচে ফর্মে ফিরতে মরিয়া বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে ফর্মে ফিরতে মরিয়া বিরাট কোহলি। শনিবার ম্যাচের আগের দিন দলের অনুশীলন শুরুর দেড় ঘণ্টা আগেই মাঠে চলে এলেন কোহলি। একা একাই অনুশীলন করলেন। বাকি দল মাঠে আসার আগেই তাঁর প্রথম পর্বের অনুশীলন শেষ হয়ে যায়। কোহলির দায়বদ্ধতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা।

শনিবার দুবাইয়ে ভারতের অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় দুপুর ১টা (ভারতীয় সময় দুপুর ২.৩০টা) থেকে। কোহলি চলে আসেন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক এবং থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ নুয়ান সেনাবীরত্নে ও ডি রাঘবেন্দ্র।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেখা গিয়েছে, কোহলি নেটে স্থানীয় বোলারদের বিরুদ্ধে অনুশীলন

করছেন। বেশ নিখুঁত এবং তীক্ষ্ণ দেখিয়েছে কোহলির ব্যাটিং। ড্রাইভ যেমন করেছেন, তেমনই রক্ষণাত্মক খেলার চেষ্টাও করেছেন। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ অফস্টাম্পের বাইরের বল খেলতে সমস্যা হয়েছিল কোহলির। এক দিনের ক্রিকেটে তাঁকে সমস্যায় ফেলেছে স্পিন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রিশাদ হোসেনের বলে আউট হয়েছিলেন কোহলি। এই ফরম্যাটে টানা ছয় ম্যাচে স্পিনারের বিরুদ্ধে আউট হন। পাকিস্তান দলেও আবরার আহমেদের মতো স্পিনার রয়েছে। পাশাপাশি খুশদিল শাহ এবং সলমন আঘাও রয়েছে পার্টটাইম স্পিনার হিসাবে। ফলে নেটে স্পিনারদের বিরুদ্ধেই বেশির ভাগ বল খেলেন কোহলি। দু'-এক জন লেগ ব্রেক বোলার ছিলেন। এক জন বাঁহাতি স্পিনার ছিলেন।

কোহলির দায়বদ্ধতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মাইকেল ক্লার্ক। মুগ্ধ সঞ্জয় মঞ্জরেকরও। বলেছেন, কোহলি ফর্মে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করছে। ৯০ মিনিট আগে অনুশীলন শুরু করা সেটারই লক্ষণ। ম্যাচের দু'মিনিট আগে এসেও ও নেমে পড়তে পারত। কোহলি যে মরিয়া চেষ্টা করছে তাতে সন্দেহ নেই।

নির্বাচনী হাওয়ায় বাগানে দত্তের কাঁটা এখন বোস

বসন্তের বাগানে নির্বাচনী হাওয়ায় উত্তাপ বাড়ছে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

একদিকে যখন লিগ-শিল্ড জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাগানে ফুল ফোটার অপেক্ষা, সে'সময়ই যেন হুল ফুটছে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তের। বাগানে ফুল ফোটার অপেক্ষার মাঝে যেন তাঁর কাছে কাঁটার নাম সৃঞ্জয় বোস। এখন থেকেই নির্বাচন ঘিরে সরগরম বাগান। বার্ষিক সভাতেই নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মোহনবাগান সভা। চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি থেকে ধাক্কাধাক্কি, কোনওকিছুই বাদ যায়নি। কোনওরকমে নির্বাচন নিয়ে বিশেষ সভা ডাকা হবে বলে সামাল দেওয়া হয়েছিল। শোনার সুযোগ দেওয়া হয়নি সেদিন মোহনবাগানের হেভিওয়েট প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোসের বক্তব্যও। শনিবার বিশেষ সভায় সেই সুযোগ পেলেন। যদিও এই সভাও আচমকা বাগান সচিব অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পিছিয়ে এদিন ডাকা হয়। সদলবলেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ক্লাবে চলে এসেছিলেন সৃঞ্জয় বোস। কখনও মাঠে বসে, কখনও লনে বসে মোহনবাগান সদস্য সমর্থকদের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন তিনি। তাঁকে দীর্ঘদিন পর ক্লাবে পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাগান ভক্তরাও। তাঁর সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ রায়, মিন্টু বাগ সহ একাধিক সদস্য-সমর্থক। জানা গেছে, রুদ্ধদ্বার সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন কুণাল ঘোষ। আর সভা শুরুর পর ডাকা হয় সৃঞ্জয় বোসকে। বাকিরা অপেক্ষা করেন লনে। ভিতরে নিজের বক্তব্য রাখেন সৃঞ্জয় বোস। বলাই বাহুল্য, সওয়াল করেন বাগানে দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া করা নিয়ে। জানা গেছে, আইনি পরামর্শও নিয়েছেন বাগানে সবার

মোহনবাগান লনে সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত হেভিওয়েট প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। সঙ্গী সদস্য মিন্টু বাগ, সিদ্ধার্থ (পপ) রায়। (বাঁদিক থেকে)

প্রিয় টুম্পাই। চলতি বছরের ১৮ মার্চ মোহনবাগানের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয়েছিল এই কমিটি। নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু কোভিডের জন্য সেই বছর নির্বাচন হয়নি। পরের বছর নতুন কমিটি মনোনীত হয়। এদিনের সভায় নির্বাচনী বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। তবে এখনই নির্বাচনী বোর্ডের নাম ঘোষণা করেননি কর্তারা। তবে সূত্রের খবর পাঁচ সদস্যের নির্বাচনী কমিটিতে আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়, আইনজীবী বিশ্বব্রত বসুমল্লিক, জনি মুখোপাধ্যায়, সৌরিন্দ্র রায়, সোমা মুখোপাধ্যায়। কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে তা জানতেই অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর পরামর্শ নেওয়া হবে। সদস্যদের চাপে ক্লাব নির্বাচনে যেতে চাইছে। জানা গেছে, ১০ থেকে ১৫ দিনের ভেতর নোটিশ দেওয়া হবে। যাতে অন্যান্য সদস্যরা তাদের মতামত জানাতে পারে। ক্লাবের পুরনো রুলস আর সোসাইটি অ্যাক্টের যা নিয়মাবলী, তার আইনি পরামর্শ নেওয়া হবে। সৃঞ্জয় বোস অ্যান্ড কোম্পানির চাপে যেন সচিব দেবাশিস দত্তর অবশ্য সুর নরম। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের নির্বাচনের বছর। নির্বাচন হবে নিয়ম মেনেই।' ফলে, সব ঠিক থাকলে এবার টিম বোস বনাম টিম দত্ত লড়াই দেখা যেতেই পারে। কারণ, কেউই বাগানের জমি ছাড়তে নারাজ। এই সভায় সভাপতি টুটু বসুকে দেখা যায়নি। তবে মাঠের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন সৃঞ্জয় বোসের ছেলে অরিঞ্জয় বোস। নির্বাচনে দুই পক্ষেরই ভোটার রয়েছে। লড়াই হলে তা যে কেউ কাউকেই ছেড়ে কথা বলবেন না তা বলাই যায়। তবে ধারে-ভারে জনপ্রিয়তায় অনেক এগিয়ে প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস তা বলাই বাহুল্য। তা বুঝতে পেরেই যেন ইকিরমিকিড় শুরু সচিব দেবাশিস দত্তের। তবে গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে বসন্তের হাওয়ার মাঝেও যেভাবে নির্বাচনী উত্তাপ ছড়িয়েছে, তাতে রাজনৈতিক প্রভাবে সিলেকশন নয়, ইলেকশনই যে হতে চলেছে তা নিশ্চিত।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-40/2024-25** for **"Construction of Cement Concrete Roads in Ward No- 12 under Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender id: 2025_MAD_819201_1 & 2025_MAD_819201_2**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat,
Under Hariharpara Dev. Block.
Vill+P.O –Choa,P.S-Hariharpara,
Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through on-line bid system under following tender (NIeT) **No:- 10/CGP/2024-25 Dated:-11/02/2025.** The last date of online submission of tender is **05-03-2025 upto 15 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

একদিন

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

নেপালি ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! ওড়িশা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন শতাধিক পড়ুয়া

ভুবনেশ্বর, ২২ ফেব্রুয়ারি: ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি (কেআইআইটি)-তে এক নেপালি ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে নানা মহলে। বিক্ষোভরত নেপালি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে 'জাতিবিদ্বেষী' এবং 'অপমানজনক' মন্তব্য করার অভিযোগও উঠেছে। সেই আবহেই এ বার দেশে ফিরে গেলেন শতাধিক নেপালি ছাত্রছাত্রী! সরকারি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে নেপালে ফিরেছেন অন্তত ১৫৯ জন পড়ুয়া।

পারসার সহকারী প্রধান জেলা আধিকারিক সুমনকুমার কার্কি জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত অন্তত ১৫৯ জন পড়ুয়া নেপালে ফিরে গিয়েছেন। এঁরা সকলেই ওড়িশার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দেশে ফেরার পরেও আতঙ্কের রেশ কাটেনি পড়ুয়াদের।

কাঠমান্ডুতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, ওই ছাত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁদের সঙ্গেও 'অমানবিক' আচরণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনেকের আবার অভিযোগ, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কর্মীদের সামনেই তাঁদের মারধর করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কর্তৃপক্ষের তরফে অবিলম্বে তাঁদেরকে হস্টেল খালি করে চলে যেতে বলা হয়। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশ্বাস' সত্ত্বেও সেখানে ফিরতে নিরাপদ বোধ করছেন না পড়ুয়ারা।

নেপাল থেকে বহু পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য এ দেশে আসেন। ওড়িশার ওই বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন অন্তত হাজারখানেক পড়ুয়া রয়েছেন। তাই এই ঘটনায় তৎপর হয়েছে দুই দেশের প্রশাসন। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আরজু রানা দেউবা ওড়িশার উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজের সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছেন। ওড়িশা সরকারের তরফেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, নেপালি পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদ বোধ করেন, সে জন্য সব রকম সাহায্য করা হবে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া এক ছাত্রীর দেহ। খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিলেন নেপালি পড়ুয়ারা। অভিযোগ, এর পরেই শুরু হয় বিক্ষোভকারী নেপালি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে নানা রকমের জাতিবিদ্বেষী এবং অপমানজনক মন্তব্য। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই ছাত্রীর প্রেমিক তথা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্রকে আটক করে পুলিশ। পড়ুয়াদের জোর করে হস্টেল থেকে বার করে দেওয়ার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তারক্ষী-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও পরের দিনই তাঁরা জামিন পেয়ে যান।

বিয়ের আসরে মজার ছলে গুলি, মৃত্যু সরপঞ্চের স্বামীর

চণ্ডীগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি: বিয়ের আসরে মজার ছলে গুলি ছোড়া চলছিল। রীতি অনুযায়ী শূন্যে গুলি ছোড়ার কথা। যদিও তেমনটা হল না। পিস্তলের নল উঁচু করতে ভুলে গেলেন যুবক! ফলে আনন্দের আসরে আচমকা বিষাদের কালো ছায়া নামল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল সরপঞ্চের স্বামীর। যদিও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা মানতে চায়নি প্রশাসন। মৃতের স্ত্রীও দাবি করেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্বামীর। ভাইরাল ভিডিও কিন্তু অন্য কথা বলছে। সব মিলিয়ে পঞ্জাবের জালন্ধরের এই ঘটনায় ধন্দ তৈরি হয়েছে। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

জলন্ধরের গোরায়া এলাকায় বিয়ের আসরে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ বছরের পরমজিৎ সিংয়ের। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিয়ে বাড়িতে বেশ কয়েক জন মিলে গানের তালে নাচ করছেন। কেউ কেউ টাকা

ওড়াচ্ছেন। এক যুবক পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালান। আনন্দের চোটে শূন্যে গুলি ছুড়তে ভুলে যান তিনি। পিস্তলের নল উঁচু করেননি। এর ফলেই কাছে থাকা গ্রাম প্রধানের স্বামী পরিমজিৎ সিং গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

বিয়ে বাড়িতে গুলি চলা এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। যেমন, বিয়ে বাড়িতে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসবেন কেন? ওই ব্যক্তি কোথা থেকে পিস্তল পেলেন? নিন্দা ঝড় উঠেছে সমাজমাধ্যমে। যদিও বিয়েবাড়িতে গুলি চলার বিষয়টি অস্বীকার করেছে পুলিশ। যদিও ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় চাপে প্রশাসন। ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/040(e)/2024-25
Date: 20.02.2025

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Maintenance of play ground with engagement of adequate numbers of man-power to enhancement the beautification measure including regular sweeping, cutting of grass, cleaning and removing of unwanted wedges with the needed mechanized equipments and machineries in Sukanta Udyan at this ULB. Documents download start date & Bid submission start date- **21.02.2025.** Bid Submission Closing Date- **04.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

২২ ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ বছর জেলে বন্দি থাকার পর অবশেষে ২২ ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিল পাকিস্তান। সাজা শেষ করার পর শুক্রবারই মুক্তি পাওয়া ২২ জনকে শনিবারই ভারতের হাতে তুলে দেওয়া। তবে ২২ জন মুক্তি পেলেও এই একই 'অপরাধে' পাকিস্তানের জেলে বন্দি রয়েছে এখনও ২০০ জনের বেশি ভারতীয়।

মাঝসমুদ্রে সেভাবে কোনও সীমান্ত চিহ্ন না থাকার কারণে প্রায়শই সমস্যার মুখে পড়তে হয় মৎসজীবীদের। কখনও পাকিস্তান তো কখনও বাংলাদেশের হাতে গ্রেপ্তার হন মৎসজীবীরা। সতর্কতা ছাড়া এর কোনও নির্দিষ্ট সমাধান এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এভাবে ভুল করে পাকিস্তানের জলসীমায় ঢুকে পড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২২ জনকে নির্ধারিত শাস্তির মেয়াদ পার করার পর গত শুক্রবার

করাচির জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এই মৎস্যজীবীদের। এই ২২ জনকে করাচি থেকে লাহোরে আনার পর ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতে আনা হবে। ওই ভারতীয় মৎসজীবীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত রকম প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জেলবন্দি সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদান হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, বর্তমানে পাকিস্তানের হাতে বন্দি রয়েছেন ২৬৬ জন। যার মধ্যে ২১৭ জন মৎস্যজীবী। বাকি ৪৯ জন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক। অন্যদিকে, ভারতের তরফে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জানা গিয়েছে, ভারতের হাতে বন্দি পাকিস্তানের ৪৬২ জন নাগরিক। যাঁদের মধ্যে ৩৮১ জন পাকিস্তানি অপরাধী ও ৮১ জন সাধারণ মৎস্যজীবী।

Khadi India
KHADI GRAMODYOG BHAVAN
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA
24, Chittaranjan Avenue, Kolkata-12, Phone: (033) 2237 6339

CORRIGENDUM

The revised version of the tender notice advertisement published in this newspaper on 22.02.2025 is given below:

SEALED TENDER NOTICE

A Special Exhibition is going to be organized by **Bengal Federation of Certified Khadi Institutions under the aegis of Khadi Gramodyog Bhavan, Kolkata at "Corporation Ground (near Gandhi More), City Centre, Durgapur from 06/03/2025 to 12/03/2025.** Sealed Tenders are invited from the registered Professional Agencies / Contractors / Organizers with sufficient credential of during the last three years from any Govt. or Semi Govt. Agency with proven track record in handling assignments viz. (i) Erection of Stall, ii) illumination of Exhibition auditorium iii) arrangement of necessary permission from local administrative authorities (iv) Printing & Publicity Work & ancillary works.

Interested parties may submit their offers for the entire work in sealed envelope quoting separate rate, logistic arrangement charge, obtaining statutory clearance and for printing and publicity work etc. or only publicity or only printing work.

The offer should be submitted in prescribed format along with **Earnest Money of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand) only payable by Demand Draft in favour of "Bengal Federation of Certified Khadi Institutions" payable at Berhampore, Murshidabad.** The tender box will remain at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B. The separate prescribed **Tender Form will be available at a cost of Rs. 2000/- payable in cash at the above address within working hours last date for submission of Tender is 03/03/2025 by 11.00 a.m.** and the Tender opening on the same day right at **11.30 a.m** at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B.

The authority reserves the right either to accept or reject any or all of the offers without assigning any reason whatsoever.

Sd/- General Secretary
Bengal Federation of Certified Khadi Institutions

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

সব লোকে কয় লালন কি জাত...

সুদর্শন নন্দী

বাউল সম্রাট লালনের কবরস্থান, এবং এই কবরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে পবিত্র একটি মাজার। লালন শাহের এই মাজার একদিনে তৈরি হয়নি, ১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুর পর তার ভক্তরা এখানে ভিড় করতে থাকে, আর তাঁদের ইচ্ছানুসারে ১৯৬৩ সালে সেখানে তার বর্তমান মাজারটি নির্মাণ করা হয়। ২০০৪ সালে সেখানেই আধুনিক মানের অডিটোরিয়ামসহ একাডেমি ভবনও নির্মাণ করা হয়। লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ । আর সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় আত্মসাধনার মাধ্যমে।

বছর কয়েক আগের কথা। তখন বাংলাদেশ এত উত্তাল হয়ে ওঠেনি। ঘুরে এসেছিলাম বাংলাদেশ থেকে।

বাংলাদেশ বেড়াতে যাবার অন্যতম আনন্দের কারণ ছিল কুষ্টিয়া ভ্রমণ। যেখানে নৈস্বর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশে কবিগুরুর কুঠিবাড়ি দর্শন আর অবশ্যই ছেউড়িয়ায় লালন ফকিরের আখড়া ও পুণ্য মাজার দর্শন ছিল মূল আকর্ষণ। সেই পরিকল্পনা মতো একটি বেলা কাটিয়েছিলাম মহাত্মা লালনের আখড়াতে । সেই আখড়ায় তাঁর ভক্ত ও গায়কদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই। লালনের পবিত্র ভূমিতে কাটিয়ে ধন্য হয়েছিলাম আমরা সবাই।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে.....

বহুল প্রচলিত ও বহুশ্রুত লালনের এই গান শোনেন নি এমন বেরসিক মানুষ এ সংসারে বিরল। স্রষ্টা লালন ফকির । লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামেও পরিচিত তিনি। আধ্যাত্মিক ফকির সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক থেকে অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক এই দীর্ঘায়ু (১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন) মহামানবের জন্ম ১৭ অক্টোবর ১৭৭৪তে। লালন ছিলেন একজন মানবতাবাদী সাধক। যিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্রসহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই মনোভাব থেকেই তিনি তার গান রচনা করেছেন।

লালনের জীবন সম্পর্কে বিশদ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। লালন তাঁর কোন গানে তাঁর জীবন সম্পর্কে কোনো তথ্য তিনি রেখে যাননি, তবে কয়েকটি গানে তিনি নিজেকে **লালন ফকির** হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

লালনের জন্ম কোথায় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। লালন নিজে কখনো তা প্রকাশ করেননি। কিছু সূত্রে পাওয়া যায় লালন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) ১৭ই অক্টবর ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন লালন গবেষক মনে করেন, লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়ার অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন। এই মতের সাথেও অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। অনেকের মতে তাঁর জন্মস্থান যশোরে।

জানা যায়, তাঁর পিতার নাম কাজী দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান। পিতামহের নাম কাজী গোলাম কাদির ও মাতার নাম আমিনা খাতুন। কাজী তাদের বংশগত উপাধি। গবেষকদের ধারণা, লালন শাহের আরো দুই ভাই ছিলেন। আলম শাহ্ ও কলম শাহ্। আরেক তথ্য থেকে জানা যায়, তারা চার ভাই আলম শাহ্, কলম শাহ্, চলম শাহ্ ও লালন শাহ্। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায়, লালন তরুণ বয়সে একবার তীর্থভ্রমণে বের হয়ে পথিমধ্যে গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন তাঁর সাথীরা তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। কালিগঙ্গা নদীতে ভেসে আসা মুমূর্ষু লালনকে উদ্ধার করেন জনৈক মলম শাহ। মলম শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান তাঁকে বাড়িতে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। এরপর লালন তাঁর কাছে দীক্ষিত হন এবং কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াতে স্ত্রী ও শিষ্যসহ বসবাস শুরু করেন। গুটিবসন্ত রোগে একটি চোখ হারান লালন। ছেউড়িয়াতে তিনি দার্শনিক গায়ক সিরাজ সাঁইয়ের সাক্ষাতে আসেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন।

লালনের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে গবেষকদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তিনি হিন্দু কি মুসলমান, এ কথা স্থির ভাবে বলা অসম্ভব। লালনের সকল ধর্মের লোকের সাথেই সুসম্পর্ক ছিল। মুসলমানদের সাথে তার সুসম্পর্ক থাকার কারণে অনেকে তাকে মুসলমান বলে মনে করতেন। আবার বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করতে দেখে হিন্দুরা তাকে বৈষ্ণব মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন মানবতাবাদী এবং তিনি ধর্ম, জাত, কূল, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি অনুসারে মানুষের ভেদাভেদ বিশ্বাস করতেন না।লালনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'লালন ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন জীবনে।'

লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার ছেউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন, যেখানে তিনি তার শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। তার শিষ্যরা তাকে সাঁইদ বলে সম্বোধন করতেন। তিনি প্রতি শীতকালে আখড়ায় একটি ভান্ডারা (মহোৎসব) আয়োজন করতেন। সেখানে অসংখ্য শিষ্য ও সম্প্রদায়ের লোক সংগীত চর্চা করতেন। আলোচনা হত গুরু লালন ও তাঁর দর্শন নিয়ে। শিষ্যের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের বেশি ছিল। লালন ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। ইচ্ছা না থাকায় তার মৃত্যুর পর হিন্দু বা মুসলমান কোনো ধরনের ধর্মীয় রীতি নীতিই পালন করা হয় নি। তবে তারই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় তার আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তার সমাধি গড়ে তোলা হয়।

আজও সারা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাউলেরা অক্টোবর মাসে ছেউড়িয়ায় মিলিত হন। লালনের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বাউল সম্রাট লালনের কবরস্থান, এবং এই কবরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে পবিত্র একটি মাজার। লালন শাহের এই মাজার একদিনে তৈরি হয়নি, ১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুর পর তার ভক্তরা এখানে ভিড় করতে থাকে, আর তাঁদের ইচ্ছানুসারে ১৯৬৩ সালে সেখানে তার বর্তমান মাজারটি নির্মাণ করা হয়। ২০০৪ সালে সেখানেই আধুনিক মানের অডিটোরিয়ামসহ একাডেমি ভবনও নির্মাণ করা হয়।

লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ । আর সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় আত্মসাধনার মাধ্যমে। দেহের ভেতরেই মনের মানুষ বা যাকে তিনি অচিন পাখি বলেছেন, তার বাস। সেই অচিন পাখির সন্ধান মেলে পার্থিব দেহ সাধনার ভেতর দিয়ে দেহোত্তর জগতে পৌঁছানোর মাধ্যমে। আর এটাই বাউলতত্ত্বে 'নির্বাণ' বা 'মোক্ষ' বা 'মহামুক্তি' লাভ। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতাবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তিনি শুধু জাত-পাতের বিরুদ্ধেই সোচ্চার ছিলেন না, সামাজিক অনাচার, বিভেদ বৈষম্য এবং সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, ছেউড়িয়ার এই লালন আখড়ায় লালন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বছরে দুবার হয় এই মেলা। একবার দোল পূর্ণিমা উৎসবের সময় আরেকবার বাংলা কার্তিক মাসের ১ তারিখ (অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ)। লালন মেলায় সারা দেশ থেকে তার শিষ্যরা উপস্থিত হন। বিদেশ থেকেও আগমন ঘটে অনেক উৎসাহী দর্শনার্থীর । এখানে রাতভর বাউল গানের উৎসব চলে। এই উপলক্ষে মাজারকে রঙিন আলো ও মোড়কে সাজনো হয়। উৎসবে পুরো মাজার প্রাঙ্গণ পরিণত হয় দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের মিলনমেলায়।

আরেকটি তথ্য উল্লেখ করি। লালনের জীবদ্দশায় তাঁর একমাত্র স্কেচটি তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। লালনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে ৫ই মে ১৮৮৯ সালে পদ্মায় তাঁর বজরায় বসিয়ে তিনি একটি পেন্সিল স্কেচটি করেন- যা ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এখন ঝামেলা বা আন্দোলনের জন্য এবছর লালন মেলা করতে দেওয়া হয় নি। পরে আবার কবে হবে কিনা তা জনগণের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করছে।

ছোট গল্প

তাপস চট্টোপাধ্যায়

ছুটির দিন ঘুম ভাঙলেই সপ্তর্ষি শরশয্যায় শায়িত হয়। গোটা সপ্তাহের জমে থাকা শ্রীলেখার অভিযোগের তীরগুলো একের পর এক বিদ্ধ করে তাকে। বিষাক্ত ফলায় ধরাশায়ী সপ্তর্ষির মুখে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, সন্ধ্যাভোজ,সবই বিস্বাদ মনে হয়। মাঝেমধ্যে উল্টোটাও হয়। কিছু বলার আগেই শ্রীলেখা যখন ডাইনিং টেবিলে চা, টোষ্ট, ডিমের অমলেট আর সপ্তর্ষির প্রিয় একবাটি পুডিং এর সাথে ফুরফুরে মেজাজে মুখোমুখি হয়ে বলে, এ্যাই শোন না, অংশু ওর কলেজ থেকে রক ক্লাইম্বিংয়ে তিন চার দিনের জন্য পুরুলিয়া যাচ্ছে । এই সুজোগে চলো না, দুটো দিন লং ড্রাইভে মন্দারমণি ঘুরে আসি।

ক্লায়েন্ট মিটিং ,প্রেজেনটেশন,কনফারেন্স,সপ্তর্ষি র তরফ থেকে সম্ভাব্য অজুহাতগুলো সপাটে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে হঠাৎই শ্রীলেখা কণ্ঠলগ্না হয়ে আব্দার করে, দুটো দিন তো, চল না গো।

আজকাল শ্রীলেখার সাথে রোমান্স করার সুজোগ কমই পাওয়া যায়। মেনোপজ সিজনে জোয়ার-ভাটার মতোই ওর মুড-অফ, মুড-অন কখোনও প্লাবিত করে, কখনও বা অন্তঃসলিলা হয়।

শ্রীলেখা একটা মাল্টিন্যাশনালে চাকরী করে। একদিনের জন্য একটু হাল্কা মেকআপ আর লেস পারফিউম। বসের চেম্বারে ঢোকার আগে একটু উস্কোখুস্কো ভাব, স্যার,মা আই সি ইউতে ভর্তি। সিভিয়ার অ্যাটাক। এরপর তিন দিনের ছুটির দরখাস্তটা সোজা বসের টেবিলে রাখে।

সপ্তর্ষি নিজেই কোম্পানির সি.ই.ও., মাথার ওপর খবরদারি করার কেউ নেই। হাই টেমপারাচার, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া ওমিক্রন অথবা চিকনগুনিয়া। যাওয়ার আগের দিন এরমধ্যে যেকোন একটা বাহানা দিলেই আপাতত দুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

মাউন্টেনিয়ারিংএর খুঁটিনাটি সরঞ্জামে ভরা রুকস্যাকটা অংশুর গোছানোই থাকে । মাঝেমাঝেই ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাবা-মা হিসেবে সপ্তর্ষি বা শ্রীলেখা এব্যাপারে বেশী মাথা ঘামায় না।

অফিসে ব্যস্ততার মাঝেই সপ্তর্ষির বেশ কয়েকটা মিসড্ কল দেখে শ্রীলেখা কলব্যাক্ করে, হ্যাঁ বলো।

মা ফোন করেছিল। বাবা দুটো চোখেই ভালো করে দেখতে পারছে না; গ্রামের ডাক্তার বলেছে, কলকাতার নামী চোখের ডাক্তার কে দেখিয়ে ছানিটা অপারেশন করলে ভালো হয়। কালই আসতে চায় এখানে।

তুমি কি বললে দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র? শ্রীলেখার স্বরে কৃত্তিম শ্লেষ। এটা ওর বদঅভ্যাস, রেগে গেলে ইতিহাস বেদ, পূরাণ, যেখান থেকে পারে রেফারেন্স উগরে দেয়।

শ্রীলেখার বাউন্সারটাকে পাত্তা না দিয়ে সপ্তর্ষির জবাব, ভরোসা রাখো প্রিয়ে, বলে দিয়েছি, লেখার মা আই.সি.ইউ.তে ভর্তি। আমরা এখন জামসেদপুরে আছি। তুমিও এটাই বোলো, ফোন করলে ঘেঁটে দিওনা যেন।

অংশু বের হওয়ার পরদিন ভোর থেকেই শ্রীলেখার সাজো সাজো রব শুরু হয়ে যায়। দু-জনের মতো কিছু ক্যাসুয়েলস্, সানগ্লাস, স্কিনকেয়ার লোশন, ফ্লাক্সে চা স্ন্যাক্স, ড্রাই ফুড, ওষুধপত্র, ঘন্টা-দুয়েকের মেহনতে শ্রীলেখার পারফেক্ট ওয়ার্কআউট। সপ্তর্ষিও সুজোগ বুঝে রেডওয়াইনের বোতলটা গাড়ির ড্যাসবোর্ডে চালান করে নিশ্চিন্ত হয়। অংশু জানলে যাওয়ার জন্য জীদ করতো তাই শ্রীলেখা ওকে জানাতে চায় নি।

মিশমিশে কালো আর মসৃন হাইওয়েটা এঁকেবেঁকে অনেকটা দুরে হারিয়ে গেছে। ড্রাইভিং সীটে সপ্তর্ষি বেশ পেশাদারি কায়দায় বসে। দুধসাদা মার্সেটিজটার যেন পাখা গজিয়েছে। কংক্রীটের জঙ্গল থেকে ওদের টেনে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনএক স্বপ্নপুরীতে পৌছে দিতে সে যেন বদ্ধপরিকর।

সপ্তর্ষির সেলফোনটা ভাইব্রেট মোডে গোঙাচ্ছিল। একটা হাত ষ্টিয়ারিংএ রেখে অন্যটা দিয়ে ফোনটা চোখের সামনে ধরে, ক্ষ্ম আননোন নাম্বার ,ফোন কোম্পানিগুলো বড্ড বেরসিক।

এসি বন্ধ করে শ্রীলেখা জানলার কাঁচ অর্ধেকটা নামিয়ে দেয়। নভেম্বরের হালকা হিমেল হাওয়া গায়ে রোদ মেখে ওর চুলগুলো বারবার এলোমেলো করে দিচ্ছিলো। বয়েস হাফ সেঞ্চুরিতে পৌছোলেও যৌবন এখনও ওর টোয়েন্টি টোয়েন্টি খেলছে। সপ্তর্ষি আড়চোখে দেখে মুচকি হাসে।

ফোনটা আবার গোঙাচ্ছে। ড্যাসবোর্ডের ওপর থেকে শ্রীলেখা ফোনটা তুলে নেয়।

মায়ের ফোন নয়তো? ঘাড় না ঘুরিয়েই সপ্তর্ষির প্রশ্ন।

মায়ের নাম্বার তো ফোনে সেভ করা আছে ,তোমার অফিসের করোও হবে হয়তো।

মিউট করে দাও, একটু থেমে, বসকে কি গুগলি দিলে? সপ্তর্ষি পরিবেশটা হাল্কা করতে চেষ্টা করে।

কেন, যে গুগলিটা তুমি তোমার মাকে দিলে।

তোমার লেটেস্ট ঢপটা কি ?ক্ষ্ম শ্রীলেখার পাল্টা প্রশ্ন

কেন, বাবার ছানি অপারেশন

দুজনের মুখেই একটা হালকা হাসি

রাস্তার পাশে মাইলস্টোন দেখে শ্রীলেখা বলে, মন্দারমণি আর মাত্র ৩০ কিলোমিটার।

এবার সপ্তর্ষির সেলফোনটা হঠাৎই নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। একই নাম্বার থেকে মুহুর্মুহু বাজতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে সপ্তর্ষি কানে লাগানো ব্লুটুথটা অন করে, হ্যালো ,আমি মন্দারমনির সি-ভিউ হোটেল থেকে বলছি।

ওই নামের কোন হোটেল সপ্তর্ষি বুক করেছে বলে মনে করতে পারে না ,তবু জিজ্ঞেস করে, বলুন।

ওপার থেকে জবাব আসে, স্যার আপনার ছেলে অংশুমান গতকাল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমাদের হোটেলে চেকইন করেছিল । রাতে একটু বেশী ড্রিঙ্ক করে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়।

অংশু এখন কেমন আছে ?ক্ষ্ম সপ্তর্ষির স্বরে একতাল উৎকণ্ঠা

আপনার ছেলে আর ওর এক বান্ধবীকে বাঁচানো গেছে, বাকি তিনজন মিসিং।

কে ফোন করেছে? কি হয়েছে অংশুর, কিছু বলছো না কেন? শ্রীলেখার ত্বর সয় না ।

হঠাৎই সপ্তর্ষির সামনে উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে ওঠে। একটা নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে।

সপ্তর্ষির গলায় আফশোষের সুর, মাকে সত্যিটা বললেই বোধহয় ভালো হতো...